বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-১৯

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০১৮-১৯

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.cabinet.gov.bd

মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়
ডিসেম্বর ২০১৯

মুখবন্ধ

মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বার্ষিক প্রতিবেদন নিঃসন্দেহে কর্মসম্পাদন ও ব্যবস্থাপনা-সংক্রান্ত তথ্য প্রকাশের একটি কার্যকর মাধ্যম। বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যাবলি সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা প্রদানের পাশাপাশি সরকারি কার্যক্রমের স্বচ্ছতাও নিশ্চিত করে। এ প্রেক্ষাপটে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিয়মিতভাবে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও প্রকাশ করে আসছে। পূর্বের ধারাবাহিকতায় ২০১৮-১৯ অর্থবছরের কার্যাবলির ওপর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

২। বাংলাদেশ সরকারের প্রশাসন-ব্যবস্থায় নীতি-নির্ধারণ, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যাবলির সমন্বয়সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব, যেমন: মন্ত্রিসভা গঠন, মন্ত্রিসভার সদস্যগণের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন-পুনর্বণ্টন, মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠান, নিকার সভা অনুষ্ঠান, মন্ত্রিসভা কমিটির সভা অনুষ্ঠান, মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ গঠন/পুনর্গঠন, মন্ত্রিসভা ও মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা, স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্থ-বছরভিত্তিক বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন এ বিভাগ সম্পাদন করে থাকে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সঙ্গে কর্মসম্পাদনা চুক্তি সম্পাদন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন, জাতীয় পর্যায়ে সুশাসনের কৌশল প্রণয়ন, জনপ্রশাসনের সংস্কার ও মানোন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্প/কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার সর্বত্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠার সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এ ছাড়া মাঠপ্রশাসন তথা বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসন পরিচালনা এবং প্রয়োজনীয় দিক্-নির্দেশনা প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের সমন্বয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কার্যপরিধিভুক্ত।

৩। প্রতিবেদনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন অধিশাখার গঠনকাঠামো, কর্মপরিধি ও কর্মবিন্যাস সম্পর্কে ধারণা প্রদানের পাশাপাশি এ বিভাগের উদ্যোগ ও আয়োজনে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি, মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত আইন ও বিধিসমূহ, চলমান প্রকল্প/কর্মসূচি এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংক্ষেপে সন্নিবেশ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ তথা সরকারের ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রতিবেদনটি মূল্যবান দলিল ও তথ্যসূত্র হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

৪। প্রতিবেদনটি সংকলন ও প্রকাশনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাই।

(খন্দকার আনোয়ারুল ইসলাম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

সূচিপত্র

ক্রমিক	বিষয়		পৃষ্ঠা
১.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিচিতি**		১-৩
২.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস**		৩-৬
৩.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কার্যাবলি**		৬-৭
৪.০	**মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবণ্টন**		৮-৩৮
	মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ		**৮-১১**
	৪.১	মন্ত্রিসভা অধিশাখা	৮-১০
	৪.২	রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা	১০-১১
	প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ		**১১-২০**
	৪.৩	প্রশাসন অধিশাখা	১১-১৪
	৪.৪	তোশাখানা ইউনিট	১৪-১৫
	৪.৫	বিধি ও সেবা অধিশাখা	১৫-১৭
	৪.৬	পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখা	১৮-২০
	৪.৭	আইন অধিশাখা	২০
	জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ		**২০-২৪**
	৪.৮	জেলা ও মাঠপ্রশাসন অধিশাখা	২০-২৩
	৪.৯	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখা	২৩-২৪
	কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ		**২৫**
	৪.১০	কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখা	২৫
	সমন্বয় অনুবিভাগ		**২৫-২৮**
	৪.১১	প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয় অধিশাখা	২৫-২৬
	৪.১২	নিকার অধিশাখা	২৬-২৭
	৪.১৩	সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা	২৭
	৪.১৪	উন্নয়ন অভিলক্ষ বাস্তবায়ন ও সমন্বয় অধিশাখা	২৮
	সংস্কার অনুবিভাগ		**২৯-৩৮**
	৪.১৫	কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও মূল্যায়ন) অধিশাখা	২৯-৩০

ক্রমিক	বিষয়		পৃষ্ঠা
	৪.১৬	কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অধিশাখা	৩০-৩১
	৪.১৭	প্রশাসনিক সংস্কার অধিশাখা	৩১-৩৩
	৪.১৮	প্রকল্প ও গবেষণা অধিশাখা	৩৩-৩৪
	৪.১৯	সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা	৩৪-৩৫
	৪.২০	ই-গভর্নেন্স অধিশাখা	৩৬-৩৮
৫.০	**২০১৮-১৯ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ**		**৩৯-৪৮**
	৫.১	মন্ত্রিসভা-বৈঠক	৩৯
	৫.১.১	মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	৩৯
	৫.২	মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠক	৩৯-৪১
	৫.২.১	প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)	৩৯
	৫.২.২	সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৩৯
	৫.২.৩	অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৩৯
	৫.২.৪	জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৪০-৪১
	৫.২.৫	মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বিগত তিন অর্থবছরের বৈঠক	৪১
	৫.৩	অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও কার্যক্রম	৪১-৪৮
৬.০	**২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রণীত ও সংশোধিত গুরুত্বপূর্ণ আইন ও বিধি**		**৪৯-৫০**
	৬.১	আইন	৪৯-৫০
	৬.২	বিধি	৫০
৭.০	**২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি**		**৫১-৬৮**
	৭.১	জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি	৫১-৬৭
	৭.২	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সম্পাদিত কার্যাবলি	৬৮
	পরিশিষ্ট-০১: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের তালিকা		৬৯-৭৫
	পরিশিষ্ট-০২: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI)		৭৬
	পরিশিষ্ট-০৩: ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য		৭৭-৮৮

১.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিচিতি

১.১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিসভাকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে ১৯৭২ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (Ministry of Cabinet Affairs)-এর একটি বিভাগ হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠন করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিয়ন্ত্রণাধীন উক্ত মন্ত্রণালয় পরবর্তীকালে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয় নামে অভিহিত হয়। ১৯৭৫ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আওতায় এবং ১৯৮২ সালের প্রথম দিকে পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮২ সালে সামরিক আইন জারির পর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত করা হয়। ১৯৮৩ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পুনরায় রাষ্ট্রপতির সচিবালয়ের আওতায় ন্যস্ত হয়। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার সঙ্গে সংগতি রেখে ১৯৯১ সালে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রশাসনিক বিভাগ হিসাবে বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গঠিত হয়।

১.২ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়ার জন্য এবং সরকারের অর্থনৈতিক সংস্কার কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন নীতি-নির্ধারণে এবং আন্তঃমন্ত্রণালয় সমস্যাসমূহের নিষ্পত্তি ও মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মাঠপর্যায় পর্যন্ত সরকারের কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে, যার প্রভাব সরকারের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়।

১.৩ মহামান্য রাষ্ট্রপতির শপথ, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের নিয়োগ, শপথ, অব্যাহতি, দপ্তর-বণ্টন ও পুনর্বণ্টন এবং মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত দায়িত্ব অর্পণ; সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান; মাননীয় প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা ইত্যাদি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান দায়িত্ব। মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণের পারিতোষিক ও সুবিধাদি সংক্রান্ত আইন প্রণয়ন ও সংশোধন সম্পর্কিত কার্যাবলি; জাতীয় পতাকা বিধি, জাতীয় সংগীত বিধি, জাতীয় প্রতীক বিধি, ওয়ারেন্ট অব প্রিসিডেন্স এবং রুল্‌স অব বিজনেস প্রণয়ন, সংশোধন ও প্রয়োজনে এগুলির ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কার্যাবলি; মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মবণ্টন; মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিগণের প্রটোকল সংক্রান্ত নির্দেশমালা; মন্ত্রিসভার সদস্যগণের সেবামূলক কার্যাদি; রাষ্ট্রীয় তোশাখানার ব্যবস্থাপনা ও তদারকি; মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মাঠপর্যায়ে ভিডিও কনফারেন্সিংয়ে সহায়তা, জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন, স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান, মহান মুক্তিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য বিদেশি ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে সম্মাননা প্রদান, জাতীয় শোক দিবস পালন ইত্যাদি বিষয়সমূহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মপরিধির আওতাধীন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সমরপুস্তক, বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা অধ্যাদেশ ও বাংলাদেশ প্রতিরক্ষা বিধি প্রণয়ন, বিতরণ এবং নিরাপদ হেফাজত সংক্রান্ত প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা হয়।

১.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সাচিবিক সহায়তা প্রদান এ বিভাগের মূল দায়িত্ব। মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা করাও এ বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব। এছাড়া, জনপ্রশাসনের মানোন্নয়ন ও সুশাসন কৌশল প্রণয়ন; প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি-এর (নিকার) সভা অনুষ্ঠান এবং এ সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি অনুসরণ; বিভাগ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন, উপজেলা, থানা, পৌরসভা ইত্যাদির সীমানা পূনর্নির্ধারণ; নতুন বিভাগ/জেলা/সিটি কর্পোরেশন/উপজেলা/থানা/পৌরসভা গঠন/স্থাপন; জেলাসমূহের কোর ভবনাদি নির্মাণের স্থান নির্বাচন ইত্যাদি কার্যাবলি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন।

১.৫ জনপ্রশাসনের মানোন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠাকল্পে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও সরকারি দপ্তরের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনার সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে থাকে। এ বিভাগ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার সর্বত্র সম্প্রসারণের মাধ্যমে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠার সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের পাশাপাশি কেন্দ্র ও মাঠপর্যায়ে উদ্ভাবন কার্যক্রম উৎসাহিতকরণ, পাইলটিং, সম্প্রসারণ ও সমন্বয় এবং সরকারি দপ্তরের উত্তম চর্চাসমূহ চিহ্নিতকরণ ও সেগুলি বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের দায়িত্ব পালন করে।

১.৬ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৭৩(২) অনুচ্ছেদ এবং Rules of Business, 1996-এর rule 16(vi) অনুযায়ী প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ প্রণয়নপূর্বক অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন; Rules of Business, 1996-এর rule 25(1) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংকলন/প্রণয়ন, এবং rule 25(3) অনুসরণে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্থবছরভিত্তিক বার্ষিক কার্যাবলির প্রতিবেদন সংকলন/প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অপরাপর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।

১.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে বিভিন্ন জাতীয় কমিটি, মন্ত্রিসভা-কমিটি, সচিব-কমিটি, নির্বাহী কমিটি ও বিশেষ কমিটি গঠন ও পুনর্গঠন করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাচিবিক সহায়তায় প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত স্থায়ী প্রকৃতির মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে:

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি;
- অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি; এবং
- জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি।

এ কমিটিগুলিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয়ে গঠিত অস্থায়ী প্রকৃতির মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহকেও সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা হয়।

১.৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিভিন্ন বিষয়ে গঠিত জাতীয় কমিটি, বিশেষ করে সচিব-কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে। এছাড়া মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে সুপিরিয়র সিলেকশন বোর্ডের সভা অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ নিম্নবর্ণিত স্থায়ী প্রকৃতির সচিব-কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করে থাকে:

- প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি;
- সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি-সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি;
- ন্যাশনাল মনিটরিং কমিটি (এনএমসি);
- জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটি;
- নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি;
- আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি এবং
- সিভিল রেজিস্ট্রেশন এ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি।

২.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো ও বিন্যাস

২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাংগঠনিক কাঠামো (TO&E) অনুযায়ী সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)-এর তত্ত্বাবধানে সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট এবং ৬টি অনুবিভাগের অধীনে ২০টি অধিশাখা এবং নতুনভাবে সৃজিত তোশাখানা ইউনিট-এর আওতায় এ বিভাগের কার্যাবলি সম্পাদিত হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে মোট ৫১টি শাখা এবং একটি সেল রয়েছে। ইতোমধ্যে ৫১টি শাখার মধ্য থেকে ২৭টি শাখাকে সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত করে সেখানে উপসচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। অধিশাখাগুলি হচ্ছে: (১) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, (২) মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয়, (৩) মন্ত্রিসভা-বৈঠক, (৪) রেকর্ড, (৫) রিপোর্ট, (৬) সংস্থাপন, (৭) সাধারণ সেবা, (৮) সাধারণ, (৯) বিধি, (১০) সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার, (১১) মন্ত্রিসেবা, (১২) পরিকল্পনা ও বাজেট, (১৩) আইন-১, (১৪) মাঠপ্রশাসন সংস্থাপন, (১৫) মাঠপ্রশাসন শৃঙ্খলা, (১৬) মাঠপ্রশাসন সমন্বয়, (১৭) মাঠপ্রশাসন সংযোগ, (১৮) জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি, (১৯) ক্রয় ও অর্থনৈতিক, (২০) কমিটি বিষয়ক, (২১) প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১, (২২) সামাজিক নিরাপত্তা, (২৩) সিভিল রেজিস্ট্রেশন, (২৪) উন্নয়ন অভিলক্ষ বাস্তবায়ন, (২৫) সুশাসন, (২৬) ই-গভর্নেন্স-১, (২৭) ই-গভর্নেন্স-২, (২৮) অভিযোগ ব্যবস্থাপনা, (২৯) তথ্য অধিকার। অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পদসংখ্যা ৩৬২টি। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাদের তালিকা পরিশিষ্ট-১ এ দেখানো হলো।

২.২ মন্ত্রিপরিষদ সচিব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান ও প্রিন্সিপাল একাউন্টিং অফিসার। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের দাপ্তরিক কাজে সার্বিক সহায়তা প্রদানের জন্য সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এবং একজন অতিরিক্ত সচিব রয়েছেন। ছয়জন অতিরিক্ত সচিব ছয়টি অনুবিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন। এছাড়া দুই জন অতিরিক্ত সচিব এবং এগারো জন যুগ্মসচিব তেরটি অধিশাখার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

২.৩ সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী অনুবিভাগ ও আওতাধীন অধিশাখা ও শাখাসমূহ নিম্নরূপ:

অনুবিভাগ	অধিশাখা	শাখা/সেল
মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট	মন্ত্রিসভা	মন্ত্রিসভা-বৈঠক
		মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ
		মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয়
	রিপোর্ট ও রেকর্ড	রিপোর্ট
		রেকর্ড
প্রশাসন ও বিধি	প্রশাসন	সংস্থাপন
		সাধারণ সেবা
		সাধারণ
		কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ
		প্রশাসন ও শৃংখলা
	তোশাখানা ইউনিট	প্রশাসন শাখা
	বিধি ও সেবা	বিধি
		সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার
		মন্ত্রিসেবা
	পরিকল্পনা ও বাজেট	পরিকল্পনা ও বাজেট
		হিসাব
	আইন	আইন-১
		আইন-২
জেলা ও মাঠ প্রশাসন	জেলা ও মাঠ প্রশাসন	মাঠ প্রশাসন সংস্থাপন
		মাঠ প্রশাসন সমন্বয়
		মাঠ প্রশাসন শৃংখলা
		মাঠ প্রশাসন সংযোগ
	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি	জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি
		জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ
জেলা ও মাঠ	মাঠ প্রশাসন পরিবীক্ষণ ও	উন্নয়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ

অনুবিভাগ	অধিশাখা	শাখা/সেল
প্রশাসন	মূল্যায়ন	ভূমি রাজস্ব ও ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ
		আইন-শৃঙ্খলা কার্যক্রম পরিবীক্ষণ
		বিভাগীয় প্রশাসন কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা
		জেলা প্রশাসন কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা
কমিটি ও অর্থনৈতিক	কমিটি ও অর্থনৈতিক	কমিটি বিষয়ক
		ক্রয় ও অর্থনৈতিক
সমন্বয় (সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটভুক্ত)	প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়	প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১
		প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-২
	নিকার	নিকার-১
		নিকার-২
	সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা	সিভিল রেজিস্ট্রেশন
		সামাজিক নিরাপত্তা
	উন্নয়ন অভিলক্ষ বাস্তবায়ন ও সমন্বয়	উন্নয়ন অভিলক্ষ বাস্তবায়ন
		উন্নয়ন অভিলক্ষ সমন্বয় ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দ্বন্দ্ব নিরসন
সংস্কার (সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটভুক্ত)	কর্মসম্পাদন নীতি ও মূল্যায়ন	কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও সমন্বয়)
		কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (মূল্যায়ন)
	কর্মসম্পাদন বাস্তবায়ন পরিবক্ষণ	কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ-১)
		কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ-২)
	প্রশাসনিক সংস্কার	শুদ্ধাচার
		তথ্য অধিকার
	প্রকল্প ও গবেষণা	প্রকল্প
		গবেষণা
	সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা	সুশাসন
		অভিযোগ ব্যবস্থাপনা
	ই-গভর্নেন্স	ই-গভর্নেন্স-১
		ই-গভর্নেন্স-২
		আইসিটি সেল

২.৪ ২০টি অধিশাখার মধ্যে অতিরিক্ত সচিব এবং যুগ্মসচিবগণের দায়িত্বাধীন ১৩টি অধিশাখা ব্যতীত অবশিষ্ট ৭টি অধিশাখা এবং সাময়িকভাবে অধিশাখায় উন্নীত ২৯টি অধিশাখার দায়িত্বে রয়েছেন একজন করে উপসচিব এবং অন্যান্য শাখার দায়িত্বে আছেন একজন করে সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব। হিসাব শাখায় একজন হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা রয়েছেন। ই-গভর্নেন্স অধিশাখার আওতায় আইসিটি সেলে সিস্টেম এনালিস্ট, সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট, মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার এবং প্রোগ্রামার নিয়োজিত আছেন। প্রকল্প ও গবেষণা অধিশাখার আওতায় প্রকল্প শাখায় একজন সিনিয়র সহকারী প্রধান নিয়োজিত আছেন। মাঠপ্রশাসন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন অধিশাখার কার্যক্রম শুরু প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। তোশাখানা ইউনিটটি নতুনভাবে সৃজিত হয়েছে।

২.৫ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য সাতটি প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI) নির্ধারণ করা হয়। প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন পরিশিষ্ট-২-এ দেখানো হলো।

২.৬ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে ছয়টি প্রকল্প এবং এডিপি বহির্ভূত একটি কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন ছিল। এগুলির উদ্দেশ্য এবং ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অর্থবরাদ্দ, ব্যয় ও বাস্তবায়ন-অগ্রগতির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিশিষ্ট-৩-এ দেখানো হলো।

৩.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কার্যাবলি

Allocation of Business among the different Ministries and Divisions (Schedule I of the Rules of Business, 1996) (Revised up to 2017) অনুসারে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কার্যাবলি নিম্নরূপ:

১। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমূহকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান।

২। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমূহের কাগজ ও দলিলপত্র এবং সিদ্ধান্তসমূহের হেফাজত।

৩। মন্ত্রিসভা ও কমিটিসমূহের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা।

৪। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীর পারিতোষিক ও বিশেষ অধিকার।

৫। রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি।

৬। রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণ পরিচালনা এবং রাষ্ট্রপতির পদত্যাগ।

৭। কার্যবিধিমালা এবং মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের মধ্যে কার্যবণ্টন।

৮। তোশাখানা।

৯। পতাকা বিধিমালা, জাতীয় সঙ্গীত বিধিমালা এবং জাতীয় প্রতীক বিধিমালা।

৯ক। ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালন।

১০। প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের নিয়োগ ও পদত্যাগ এবং তাঁদের শপথ পরিচালনা।

১১। ভ্রমণভাতা ও দৈনিকভাতা ব্যতীত প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণ সম্পর্কিত সাধারণ সেবা।

১১ক। দুর্নীতি দমন কমিশন সংক্রান্ত সকল বিষয়।

১২। যুদ্ধ ঘোষণা।

১৩। সচিব কমিটি ও উপ-কমিটিসমূহের সাচিবিক দায়িত্ব।

১৪। উপজেলা, জেলা ও বিভাগসমূহের সাধারণ প্রশাসন।

১৫। পদমানক্রম।

১৬। ফৌজদারি বিচার পরিবীক্ষণ।

১৭। আন্তর্জাতিক পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন প্রদান।

১৮। প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর সভা অনুষ্ঠান।

১৯। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আর্থিক বিষয়সহ প্রশাসন।

২০। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের সঙ্গে লিয়াজোঁ এবং এ বিভাগে বরাদ্দকৃত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অন্যান্য দেশ ও বিশ্বসংস্থার সঙ্গে চুক্তি ও সমঝোতা সম্পর্কিত বিষয়সমূহ।

২১। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বরাদ্দকৃত বিষয়ে সকল আইন।

২২। জাতীয় পুরস্কার এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানসমূহ।

২৩। প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছর জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণ প্রণয়ন।

২৪। মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন।

২৫। 'জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ২০১২', বাস্তবায়ন।

২৬। সরকারি দপ্তরে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রবর্তন।

২৭। আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়সাধন।

২৮। আন্তঃমন্ত্রণালয় বিরোধ নিষ্পত্তি কার্যক্রম।

৪.০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মবণ্টন

মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ

মন্ত্রিসভা অধিশাখা

১। মন্ত্রিসভা-বৈঠক শাখা

১.১ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য প্রাপ্ত সারসংক্ষেপের সংখ্যাগত পর্যাপ্ততা, প্রয়োজনানুগ সম্পূর্ণতা এবং কাঠামোগত সঠিকতা নিশ্চিতকরণ;

১.২ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের জন্য মন্ত্রিসভার সদস্যগণের নিকট প্রস্তাবিত আলোচ্যসূচি এবং সারসংক্ষেপসহ বিজ্ঞপ্তি প্রেরণ এবং মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা সম্পাদন;

১.৩ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের আলোচনা ও সিদ্ধান্তসমূহের সংক্ষিপ্ত 'রেকর্ড অব ডিসকাশনস' এবং 'রেকর্ড অব ডিসিশন' লিপিবদ্ধকরণ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণ;

১.৪ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণীর অনুলিপি মন্ত্রিসভার সদস্যগণের নিকট প্রেরণ ও নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ফেরৎ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ;

১.৫ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতিসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও সচিবগণের নিকট প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণার্থে প্রেরণ;

১.৬ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ অবগতির জন্য মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট প্রেরণ;

১.৭ কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধকরণে কোনো ভুল-ত্রুটির বিষয়ে কোনো মন্ত্রী কর্তৃক দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তৎপরিপ্রেক্ষিতে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদন গ্রহণক্রমে সংশ্লিষ্ট দাপ্তরিক কাগজপত্রসহ কার্যবিবরণী সংশোধন এবং সংশোধিত কার্যবিবরণী জারিকরণ;

১.৮ মন্ত্রিগণের নিকট প্রেরিত কাগজপত্রের একটি তালিকা সংরক্ষণ এবং তাঁদের দায়িত্ব অবসানকালে তা ফেরত গ্রহণ;

১.৯ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পরিবীক্ষণের জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের উদ্ধৃতিসমূহ মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অধিশাখায় প্রেরণ;

১.১০ মন্ত্রিসভা-বৈঠক সংশ্লিষ্ট রেকর্ডসমূহ যথা — বিজ্ঞপ্তি, সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণী স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য রেকর্ড শাখায় প্রেরণ;

১.১১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য প্রাপ্ত সারসংক্ষেপ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণান্তে উদ্যোক্তা মন্ত্রণালয়/বিভাগে ফেরত প্রদান;

১.১২ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপনের জন্য সারসংক্ষেপ যথাযথভাবে তৈরির বিষয়ে নির্দেশনা জারিকরণ; এবং

১.১৩ মন্ত্রিসভা-বৈঠক সংশ্লিষ্ট কাজ ও নথিপত্রের গোপনীয়তা এবং নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

২। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ শাখা

২.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠক শাখা থেকে প্রাপ্ত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহ ডায়েরিভুক্ত করে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক নথি সৃজন;

২.২ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মাসিক ও বিশেষ প্রতিবেদন সংগ্রহ ও পর্যালোচনা;

২.৩ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগসমূহের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং প্রয়োজনে তাগিদ/পরামর্শ প্রদান;

২.৪ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কোনো সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন সম্পন্ন হয়েছে কি না, সে-বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও বিভাগকে অবহিতকরণ;

২.৫ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন;

২.৬ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজনে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় অধিশাখাকে সহায়তা প্রদান; এবং

২.৭ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত-সংশ্লিষ্ট নথিপত্রের গোপনীয়তা রক্ষা, নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও সংরক্ষণ।

৩। মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় শাখা

৩.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণের জন্য আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন ও সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৩.২ মন্ত্রিসভা অনুবিভাগ/অধিশাখার আন্তঃশাখা সমন্বয় ও সমন্বিত রিপোর্ট প্রণয়ন;

৩.৩ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন-অগ্রগতির ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়নে ‘মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ শাখা’-কে সহায়তা প্রদান;

৩.৪ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপিত বিষয় ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বর্ণানুক্রমিক সূচি প্রস্তুতকরণ;

৩.৫ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণীর উদ্ধৃতি সংরক্ষণ ও নিরাপদ হেফাজতের প্রত্যয়ন সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ;

৩.৬ মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের কর্মমূল্যায়ন ও অফিস-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ত্রৈমাসিক সভা আয়োজন;

৩.৭ মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগের প্রতি মাসে সম্পাদিত অতীব গুরুত্বপূর্ণ উল্লেখযোগ্য কাজের তালিকা সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা থেকে সংগ্রহপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা রিপোর্ট শাখায় প্রেরণ;

৩.৮ প্রতি অর্থবছরে মাননীয় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত বাজেট বক্তৃতায় অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ কাজের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিকল্পনা ও বাজেট শাখায় প্রেরণ;

৩.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রতি অর্থবছরের কার্যাবলি সংক্রান্ত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়নের জন্য মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগের তথ্যাদি সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা থেকে সংগ্রহপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং তা রিপোর্ট শাখায় প্রেরণ;

৩.১০ বছরের শুরুতে জাতীয় সংসদে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রদেয় ভাষণে অন্তর্ভুক্তির জন্য মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগের তথ্যাদি সকল শাখা/অধিশাখা থেকে সংগ্রহ করে অনুবিভাগভিত্তিক প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক তা রিপোর্ট শাখায় প্রেরণ; এবং

৩.১১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত-সংশ্লিষ্ট সকল নথিপত্রের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ।

রিপোর্ট ও রেকর্ড অধিশাখা

৪। রিপোর্ট শাখা

৪.১ সংসদ-সদস্যদের প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় এবং প্রত্যেক বছর প্রথম অধিবেশনের সূচনায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সংসদে প্রদেয় ভাষণের খসড়া প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ এবং বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রণ এবং বিতরণ;

৪.২ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মাসিক কর্ম-সম্পাদনবিষয়ক প্রতিবেদন সংগ্রহ, সংকলন ও মন্ত্রিসভাকে অবহিতকরণ;

৪.৩ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্থবছরভিত্তিক কর্ম-সম্পাদনবিষয়ক প্রতিবেদন সংগ্রহ, সংকলন, মন্ত্রিসভার আলোচনার জন্য মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন ও চূড়ান্তকরণ, প্রকাশনা বিতরণ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশনার সফ্টকপি প্রকাশ;

৪.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাসিক কর্ম-সম্পাদনবিষয়ক প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ;

৪.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, প্রকাশনা, বিতরণ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ; এবং

৪.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কাজ/অর্জিত সাফল্যের প্রতিবেদন চাহিদা মোতাবেক বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে প্রেরণ।

৫। রেকর্ড শাখা

৫.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের বিজ্ঞপ্তি, সারসংক্ষেপ ও কার্যবিবরণীর সূচিপত্র তৈরি করে বই আকারে বাঁধাইপূর্বক সংরক্ষণ;

৫.২ সংবাদপত্র/সাময়িকীতে প্রকাশিত সংবাদ ও তথ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত পেপার ক্লিপিং সংরক্ষণ, পরীক্ষণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তর/কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ;

৫.৩ সমরপুস্তক সংরক্ষণ ও বিতরণ এবং অভিরক্ষকগণের নিকট থেকে নিরাপদ হেফাজতের প্রত্যয়নপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণ; এবং

৫.৪ জাতীয় আরকাইভসে সংরক্ষণযোগ্য দলিলপত্র আরকাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর নিকট হস্তান্তর।

প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ

প্রশাসন অধিশাখা

৬। সংস্থাপন শাখা

৬.১ টিওএন্ডই, কর্মবণ্টন, নতুন পদ সৃজন ও নবনিয়োগ সংক্রান্ত কাজ;

৬.২ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বদলি, পদোন্নতি, চাকরি স্থায়ীকরণ ও জ্যেষ্ঠতা নির্ধারণ;

৬.৩ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের ব্যক্তিগত নথি, সার্ভিস বুক, ছুটি রেজিস্টার, প্রতিস্বাক্ষরকৃত বার্ষিক গোপনীয় অনুবেদন ফরম সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;

৬.৪ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের বার্ষিক বেতন বৃদ্ধি, দক্ষতাসীমা অতিক্রমের অনুমতি, টাইম স্কেল, সিলেকশন গ্রেড, অগ্রিম বর্ধিত বেতন, সম্মানীভাতা, দায়িত্বভাতা, বিশেষ ভাতা ও অবসরভাতা প্রদান;

৬.৫ চিকিৎসা-সুবিধা ব্যতিত কর্মকর্তা ও কর্মচারী-কল্যাণ সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়;

৬.৬ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের বিভিন্ন অগ্রিম মঞ্জুরি;

৬.৭ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের পাসপোর্ট ও বিদেশভ্রমণ সংক্রান্ত কাজ;

৬.৮ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণকে বিশেষ/অতিরিক্ত/চলতি দায়িত্ব প্রদান সংক্রান্ত কাজ;

৬.৯ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের তালিকা প্রেরণ;

৬.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এর আওতাধীন প্রতিষ্ঠানের জনবল বিষয়ক ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এবং পরিসংখ্যান ব্যুরোতে প্রেরণ;

৬.১১ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের যোগদানপত্র ও সচিবালয়-প্রবেশপত্র সংক্রান্ত কাজ;

৬.১২ এ বিভাগে সংযুক্ত কর্মকর্তাগণের যোগদান ও অব্যাহতি সংক্রান্ত কাজ;

৬.১৩ কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ-সংশ্লিষ্ট সংযুক্তি কর্মসূচি; এবং

৬.১৪ কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের চাকরি-সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজ।

৭। সাধারণ সেবা শাখা

৭.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের জন্য মনোহারী দ্রব্যাদি ক্রয় ও এ-সংক্রান্ত হিসাব সংরক্ষণ;

৭.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আসবাবপত্র, ফিক্সচার, ফিটিংস ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ, সংরক্ষণ ও নিবন্ধন;

৭.৩ লিভারিজ প্রদান;

৭.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের যানবাহন ব্যবহার সংক্রান্ত কাজ (সার্বক্ষণিক, সরকারি ও ব্যক্তিগত);

৭.৫ মন্ত্রিসভা-কক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ, সজ্জিতকরণ, তৈজসপত্র সরবরাহ;

৭.৬ গ্রহণ ও প্রেরণ ইউনিটের ব্যবস্থাপনা;

৭.৭ সেমিনার, সম্মেলন ও উৎসব আয়োজনের আপ্যায়ন সংক্রান্ত কাজ;

৭.৮ দপ্তরবিহীন মন্ত্রীর দপ্তরের ব্যবস্থাকরণ ও লজিস্টিক সরবরাহ সংক্রান্ত কাজের সমন্বয়;

৭.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের টেলিফোন, সেলফোন, ইন্টারকম, কম্পিউটার, ট্যাবলেট পিসি, ইন্টারনেট ও ফ্যাক্স এবং কর্মকর্তাগণের আবাসিক টেলিফোন ও ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন ও বিল পরিশোধ;

৭.১০ প্রটোকল সংক্রান্ত কাজ;

৭.১১ গ্রন্থাগার-ব্যবস্থাপনা;

৭.১২ বই, সংবাদপত্র, সাময়িকী ইত্যাদি সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার সংরক্ষণ;

৭.১৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সঙ্গে অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরের সমন্বয়; এবং

৭.১৪ মুদ্রণ ও প্রকাশনা সংক্রান্ত কাজ।

৮। সাধারণ শাখা

৮.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয়সভা সংক্রান্ত কাজ;

৮.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অধিদপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের আবেদন কিংবা তাদের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সংক্রান্ত কাজ;

৮.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিধি/নীতিমালা/গুরুত্বপূর্ণ প্রজ্ঞাপন/সার্কুলারসমূহের সংকলন প্রকাশনা;

৮.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারিগণকে দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণে মনোনয়ন প্রদান;

৮.৫ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত সভা/কর্মশালা/সেমিনার এবং গঠিত/ প্রস্তাবিত টাস্কফোর্স, কমিটি বা বোর্ডসমূহে এ বিভাগের প্রতিনিধি মনোনয়ন;

৮.৬ মন্ত্রণালয়/বিভাগের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারী মনোনয়ন;

৮.৭ বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি (সিআইপি) নির্বাচন;

৮.৮ 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' অনুযায়ী এ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার এতদ্‌বিষয়ক দায়িত্ব পালন;

৮.৯ জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন/পালন সংক্রান্ত কাজ;

৮.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের জন্য দর্শনার্থী পাশবই সরবরাহ; এবং

৮.১১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অবণ্টিত কাজ।

৯। কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ শাখা

৯.১ বাংলাদেশ সচিবালয়ে অবস্থিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পত্রাদি কেন্দ্রীয়ভাবে গ্রহণপূর্বক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে হস্তান্তর;

৯.২ মন্ত্রী/সচিব বরাবর দাখিলকৃত অভিযোগ গ্রহণ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তাঁদের দপ্তরে প্রেরণ; এবং

৯.৩ অভিযোগের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহপূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ।

১০। প্রশাসন ও শৃঙ্খলা শাখা

১০.১ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের বিভাগীয় মামলা সংক্রান্ত কাজ;

১০.২ স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য স্বর্ণপদক ও রেপ্লিকা প্রস্তুত এবং এতৎসংক্রান্ত কাজ;

১০.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নিরাপত্তা সংক্রান্ত কাজ;

১০.৪ জরুরি প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রণকক্ষ স্থাপন ও ব্যবস্থাপনা;

১০.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের বাসা বরাদ্দ;

১০.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের চিকিৎসা সংক্রান্ত আর্থিক সহায়তার আবেদন প্রক্রিয়াকরণ;

১০.৭ বিলুপ্ত বিভাগীয় উন্নয়ন বোর্ডসমূহের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি;

১০.৮ বাংলাদেশস্থ বিদেশি দূতাবাস/হাইকমিশন ও আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত কর্মকর্তাকে যোগদানের অনুমতি প্রদান;

১০.৯ আন্তর্জাতিক পুরস্কার সংক্রান্ত কাজ;

১০.১০ প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগের আন্তঃশাখা সমন্বয় ও সমন্বিত রিপোর্ট প্রণয়ন; এবং

১০.১১ প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগের ত্রৈমাসিক সমন্বয়সভা।

তোশাখানা ইউনিট

১১। প্রশাসন শাখা

১১.১ প্রশাসনিক বিষয়ে তোশাখানা যাদুঘর সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন;

১১.২ তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের বাজেট প্রণয়ন;

১১.৩ আইন ও বিধি অনুযায়ী তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের কার্যাদি সম্পাদন;

১১.৪ অধীনস্থ কর্মকর্তাদের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত সুস্পষ্ট স্থায়ী আদেশ প্রদান;

১১.৫ তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের সকল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান;

১১.৬ অধীনস্থ কর্মকর্তাদের ছুটি প্রদান সংক্রান্ত;

১১.৭ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করা;

১১.৮ রাজস্ব সংগ্রহ নিশ্চিত করতে যেখানে প্রযোজ্য এবং তার চার্জ অনুযায়ী সরকারী সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ করা;

১১.৯ তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের সমস্ত পরিবহণ, সঞ্চয় অধিগ্রহণ, ক্রয় এবং সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পালন;

১১.১০ তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের গার্ডেন, টেলিফোন, অগ্নি সুরক্ষা, নিষ্কাশন ব্যবস্থা ও চুরির প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

১১.১১ তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের নিরাপত্তার জন্য দায়বদ্ধ এবং এর সকল স্থাবর/স্থাবর সম্পত্তির রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালককে এই সকল বিষয়ে গৃহীত সকল পদক্ষেপ যথাসময়ে অবগত করা;

১১.১২ তোশাখানা ইউনিটের প্রজ্ঞাপন, বিধি, নীতিমালা, পরিপত্র ইত্যাদি নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ এবং নিয়মিত ওয়েবসাইটের ডাটা ব্যাক-আপ নিশ্চিতকরণ;

১১.১৩ তোশাখানা ইউনিটের ডিজিটাল পে-রোল সিস্টেম ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে কারিগরি সহায়তা প্রদান ও উন্নয়ন কাজ;

১১.১৪ তোশাখানা ইউনিট কর্তৃক বাস্তবায়িত সফ্টওয়্যারের সোর্স কোডসহ ডাটাবেইজ রক্ষণাবেক্ষণ;

১১.১৫ তোশাখানা ইউনিটের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংরক্ষণের জন্য ডিভিডি/হার্ডড্রাইভ/পেনড্রাইভ প্রভৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সর্তকতা অবলম্বনের বিষয়ে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে সচেতন করা।

১১.১৬ সংরক্ষণের ল্যাবরেটরির সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের কাজটি যথাযথভাবে সম্পন্ন করা;

১১.১৭ ল্যাবরেটরি মধ্যে উপকরণ তালিকা তৈরিকরণ;

১১.১৮ ল্যাবরেটরিতে বস্তুর যথাযথ সংরক্ষণ নিশ্চিত করার জন্য নিয়মিত গ্যালারি পরিদর্শন;

১১.১৯ অনুমোদন অনুযায়ী কোন বস্তুর জন্য আলোকচিত্রযুক্ত এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষণের কার্যক্রম গ্রহণ;

১১.২০ ল্যাবরেটরির বস্তুগুলির অর্থনৈতিক ও সময়মত সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ;

১১.২১ অন্বেষণ, জরিপ এবং যাদুঘর বস্তু সংগ্রহে সহযোগিতাকরণ;

১১.২২ তোশাখানা ভবন ও মিউজিয়ামের বস্তু অর্জনের জন্য রক্ষকদের নিয়মিত প্রস্তাবনা; এবং

১১.২৩ নিজ নিজ ক্ষেত্রের বস্তুর মূল্যায়ন এবং তাদের লেবেলগুলি প্রস্তুতকরণ।

বিধি ও সেবা অধিশাখা

১২। বিধি শাখা

১২.১ নিম্নোল্লিখিত আইন/বিধি/নির্দেশাবলি প্রণয়ন, সংশোধন, ব্যাখ্যা প্রদান, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ:

1. Acts:

(i) The President's (Remuneration and Privileges) Act, 1975;

(ii) The Prime Minister's (Remuneration and Privileges) Act, 1975;

(iii) The Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers (Remuneration and Privileges) Act, 1973;

(iv) রাষ্ট্রপতির অবসর ভাতা, আনুতোষিক ও অন্যান্য সুবিধা আইন, ২০১৬;

(v) The Bangladesh National Anthem, Flag and Emblem Order, 1972 (P.O. No. 130 of 1972).

2. Rules:

(i) People's Republic of Bangladesh Flag Rules, 1972;

(ii) The National Anthem Rules, 1978;

(iii) Bangladesh National Emblem Rules, 1972;

(iv) Rules of Business, 1996.

3. Instructions:

(i) Instructions regarding Personal Standard of the President;

(ii) Instructions regarding Personal Standard of the Prime Minister;

(iii) Instructions regarding Protocol of the President, Prime Minister, Ministers, Ministers of State and Deputy Ministers;

(iv) Official Dress Code/National Dress; এবং

4. Warrant of Precedence, 1986.

১৩। সরকার গঠন ও রাষ্ট্রাচার শাখা

১৩.১ মহামান্য রাষ্ট্রপতির শপথ ও কার্যভার গ্রহণ সংক্রান্ত কাজ;

১৩.২ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের নিয়োগ, শপথ, দপ্তর বণ্টন/ পুনর্বণ্টন, প্ররক্ষা, যানবাহন ও বাসস্থান এবং নিয়োগ-অবসান সংক্রান্ত কাজ;

১৩.৩ মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী/উপ-মন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান;

১৩.৪ মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিদেশে গমন ও দেশে প্রত্যাবর্তনকালে বিমানবন্দরে আমন্ত্রিত অতিথিগণের তালিকা প্রণয়ন, আমন্ত্রণপত্র বিতরণ ও রাষ্ট্রাচার পালন;

১৩.৫ মন্ত্রিসভার সদস্যগণের মধ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের সংসদ সম্পর্কীয় কার্যবণ্টন এবং সংসদ চলাকালীন কোন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে অন্য কোন মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রীকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের সংসদ সম্পর্কীয় দায়িত্ব অর্পণ;

১৩.৬ প্রধান বিচারপতির শপথ গ্রহণ সংক্রান্ত কাজ;

১৩.৭ প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনারগণের নিয়োগ, পদত্যাগ ও অপসারণ সংক্রান্ত রাষ্ট্রপতির সাংবিধানিক দায়িত্বপালনে সহায়তা প্রদান;

১৩.৮ মন্ত্রিপরিষদ/মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন/ধন্যবাদ ও শোকপ্রস্তাবসমূহের প্রজ্ঞাপন জারি; এবং

১৩.৯ সভা/বৈঠকের জন্য মন্ত্রিসভা-কক্ষ বরাদ্দ।

১৪। মন্ত্রিসেবা শাখা

১৪.১ পারিতোষিক ও প্রাধিকার আইন অনুযায়ী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের বেতন, বাড়িভাড়া ভাতা, ব্যয় নিয়ামক ভাতা, নির্বাচনী এলাকা ভাতা ও নির্বাচনী এলাকার অফিস পরিচালনা ভাতা, ভ্রমণব্যয়, চিকিৎসাব্যয়, পৌরকর, ওয়াসা, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জ্বালানি, পেট্রোল ও লুব্রিক্যান্ট, আবাসিক ভবন রক্ষণাবেক্ষণ, প্রহরী-কক্ষ নির্মাণ, আসবাবপত্র সরবরাহ, স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি ইত্যাদি খাতের জন্য বাজেট প্রণয়ন;

১৪.২ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের ভ্রমণব্যয় খাতে বরাদ্দকৃত অর্থ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বিভাজন ও চাহিদা অনুযায়ী অতিরিক্ত বরাদ্দ প্রদান;

১৪.৩ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের চিকিৎসা-বিল পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক সংশ্লিষ্ট বাজেট থেকে মঞ্জুরি প্রদান;

১৪.৪ স্বেচ্ছাধীন মঞ্জুরি সংক্রান্ত কাজ;

১৪.৫ মন্ত্রিসভা-বৈঠক, প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার) ও অন্যান্য মন্ত্রিসভা কমিটির বিভিন্ন সভার আপ্যায়ন সংক্রান্ত বাজেট প্রণয়ন ও ব্যয় নির্বাহ;

১৪.৬ পারিতোষিক ও প্রাধিকার আইন অনুযায়ী মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের সরকারি বাসস্থানে আসবাবপত্র ও অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম সরবরাহ, বেসরকারি বাসস্থান রক্ষণাবেক্ষণ ও বেসরকারি বাসস্থানে অস্থায়ী প্রহরী-কক্ষ নির্মাণের বাজেট-বরাদ্দ প্রদান;

১৪.৭ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের দেশের অভ্যন্তরে এবং বিদেশে ভ্রমণ সংক্রান্ত তথ্যাদি সংকলন;

১৪.৮ দপ্তরবিহীন মন্ত্রিগণের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ এবং তাঁদের বেতন ও আনুষঙ্গিক ভাতাদির বাজেট প্রস্তুতকরণ;

১৪.৯ বিমানবন্দরের ভিভিআইপি ও ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার সংক্রান্ত কাজ; এবং

১৪.১০ পারিতোষিক ও প্রাধিকার আইন অনুযায়ী অর্থবছর শেষে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রিগণের বিভিন্ন খাতে বরাদ্দকৃত অর্থের ব্যয়িত ও অব্যয়িত হিসাবের প্রতিবেদন প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার নিকট থেকে সংগ্রহ ও পর্যালোচনা।

পরিকল্পনা ও বাজেট অধিশাখা

১৫। পরিকল্পনা ও বাজেট শাখা

১৫.১ বাজেট-সংশ্লিষ্ট স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদি নীতি এবং পরিকল্পনা/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

১৫.২ মধ্যমেয়াদি বাজেট কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

১৫.৩ রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ও ব্যয়সীমা নির্ধারণ;

১৫.৪ রাজস্ব আয়, অনুন্নয়ন ও উন্নয়ন ব্যয়ের প্রাক্কলন ও প্রক্ষেপণ প্রস্তুত;

১৫.৫ সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন;

১৫.৬ রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত উন্নয়ন কর্মসূচির প্রস্তাব প্রণয়ন/পর্যালোচনা ও অনুমোদনের জন্য বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন;

১৫.৭ আগাম সংগ্রহ পরিকল্পনা (advance procurement plan) ও বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন;

১৫.৮ রাজস্ব আহরণ ও অর্থছাড় এবং বাজেটে বরাদ্দকৃত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্যাদি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং এ-সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন;

১৫.৯ সংশ্লিষ্ট অনুবিভাগ/অধিশাখার সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে মাসিক ভিত্তিতে বাজেটে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে রাজস্ব আহরণের অগ্রগতি এবং এ বিভাগের সকল কার্যক্রম/প্রকল্প/কর্মসূচির আর্থিক ও অ-আর্থিক বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা;

১৫.১০ প্রধান কর্মকৃতি ও ফলাফল নির্দেশক লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে প্রকৃত অর্জন এবং বাজেট বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

১৫.১১ বাজেট বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন ও অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

১৫.১২ পুনঃউপযোজন এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে প্রদত্ত অন্যান্য আর্থিক ক্ষমতার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

১৫.১৩ অতিরিক্ত বরাদ্দের প্রস্তাব পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক অর্থ বিভাগে প্রেরণ;

১৫.১৪ অর্থ বরাদ্দ ও ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে নিয়মিতভাবে প্রকাশ;

১৫.১৫ বিভাগীয় হিসাবের (departmental accounts) সঙ্গে প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সঙ্গতিসাধন;

১৫.১৬ বার্ষিক উপযোজন হিসাব নিরীক্ষা ও প্রত্যয়ন;

১৫.১৭ সরকারি হিসাব সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিসহ অন্যান্য সংসদীয় স্থায়ী কমিটির জন্য বাজেট ও আর্থিক বিষয়ে প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ;

১৫.১৮ নিরীক্ষা-প্রতিবেদন পর্যালোচনা, নিরীক্ষা-আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে সমন্বয়সাধন;

১৫.১৯ বাজেট-ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে অর্থ বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সঙ্গে সমন্বয়সাধন;

১৫.২০ বাজেট ব্যবস্থাপনা কমিটি ও বাজেট ওয়ার্কিং গ্রুপকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

১৫.২১ বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ এবং প্রধান কর্মকৃতি ও ফলাফল নির্দেশক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে Management Information System (MIS) স্থাপন এবং এর ব্যবস্থাপনা; এবং

১৫.২২ বাজেট প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত সকল বিষয়ে সমন্বয়সাধন।

১৬। হিসাব শাখা

১৬.১ কর্মকর্তা ও কর্মচারিগণের মাসিক বেতন, বকেয়া বেতন, যাবতীয় ভাতা ও বিভিন্ন অগ্রিম সংক্রান্ত বিল তৈরি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ;

১৬.২ আনুষঙ্গিক ব্যয় সংক্রান্ত বিল প্রস্তুতপূর্বক প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ;

১৬.৩ যাবতীয় বিলের টাকা উত্তোলন, বিতরণ এবং এ-সংক্রান্ত সকল ব্যয়ের হিসাব ও রেকর্ড সংরক্ষণ;

১৬.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাসিক ব্যয়ের হিসাব-বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তার কার্যালয়ের হিসাবের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন (reconciliation);

১৬.৫ ক্যাশবই লিখন এবং ক্যাশ সংক্রান্ত যাবতীয় প্রমাণপত্র ও রেজিস্টার সংরক্ষণ;

১৬.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এবং অবলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তার দায়িত্বপালনসহ যাবতীয় প্রশাসনিক কার্য সম্পাদন;

১৬.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও অবলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর জন্য প্রস্তুতকৃত বাজেট পরীক্ষণ;

১৬.৮ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বাজেট ও ব্যয়ের হিসাব সংক্রান্ত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি;

১৬.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের দাপ্তরিক ও আবাসিক টেলিফোন বিল পরিশোধ;

১৬.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিবিধ অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি;

১৬.১১ কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের বেতন নির্ধারণ (fixation);

১৬.১২ বিভিন্ন অর্থনৈতিক কোডের বিপরীতে খরচের হিসাব বাজেট বইতে লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণ;

১৬.১৩ অবলুপ্ত দুর্নীতি দমন ব্যুরোর কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের পেনশনসহ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারিগণের পেনশন-বিষয়ক কাজে সহায়তা প্রদান; এবং

১৬.১৪ বিভিন্ন প্রকার রেজিস্টার সংরক্ষণ (বিবিধ পার্টি পেমেন্ট রেজিস্টার, যাবতীয় প্রাপ্তি ও পরিশোধ রেজিস্টার)।

আইন অধিশাখা

১৭। আইন-১ শাখা

১৭.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ/মন্ত্রিপরিষদ সচিবকে সম্পৃক্ত করে দায়েরকৃত মামলা ও রিট পিটিশন বিষয়ে সরকারি কৌঁসুলির সঙ্গে যোগাযোগক্রমে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

১৭.২ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল ও প্রশাসনিক আপিল ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলাসমূহের জবাব তৈরি এবং সরকারি কৌঁসুলির সঙ্গে যোগাযোগক্রমে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ।

১৮। আইন-২ শাখা

১৮.১ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত খসড়া আইন/বিধি/নীতির ওপর মতামত প্রদান;

১৮.২ আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষ সাধন, বিষয়গত যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংগতি বিধানের লক্ষ্যে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি-কে সাচিবিক সহায়তা প্রদান; এবং

১৮.৩ কাউন্সিল অফিসারের কাজ।

জেলা ও মাঠপ্রশাসন অনুবিভাগ

জেলা ও মাঠপ্রশাসন অধিশাখা

১৯। মাঠপ্রশাসন সংস্থাপন শাখা

১৯.১ জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসারের ফিটলিস্ট প্রস্তুতকরণ এবং এতৎসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন;

১৯.২ বিভাগীয় কমিশনার/জেলা প্রশাসক/উপজেলা নির্বাহী অফিসার-এর কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত বিষয়াদি;

১৯.৩ বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সাধারণ প্রশাসনে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণে যোগদানের অনুমতি প্রদান;

১৯.৪ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ছুটি মঞ্জুর ও কর্মস্থল ত্যাগের অনুমতি প্রদান;

১৯.৫ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের ভ্রমণ বিবরণী পরীক্ষা ও অনুবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;

১৯.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক জেলা ও উপজেলার অফিসসমূহ পরিদর্শন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ;

১৯.৭ বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও দূতাবাসের কর্মকর্তা এবং বিদেশি সংস্থার কর্মকর্তাগণের বিভিন্ন জেলা সফরকালে তাঁদেরকে উপযুক্ত সৌজন্য প্রদর্শন, প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান ও নিরাপত্তা বিধানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে নির্দেশনা প্রদান;

১৯.৮ জেলা প্রশাসকগণের চাহিদা অনুযায়ী বাংলাদেশ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস থেকে দেশের সকল জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্ট্যাম্প ভেন্ডরস রেজিস্টার সরবরাহ কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন;

১৯.৯ নির্বাচন কমিশন এর অনুরোধে নির্বাচন পরিচালনা সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারিকরণ ও আনুষঙ্গিক কাজ; এবং

১৯.১০ জমির হস্তান্তর দলিলের স্ট্যাম্প শুল্ক ফাঁকি দেওয়া সংক্রান্ত মামলাসমূহ পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ।

২০। মাঠপ্রশাসন সমন্বয় শাখা

২০.১ মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে মাসিক সভা অনুষ্ঠান;

২০.২ জাতীয় পর্যায়ে বিভাগীয় কমিশনারগণের সভা/সম্মেলন অনুষ্ঠান;

২০.৩ জেলা প্রশাসক সম্মেলন সংক্রান্ত কাজ;

২০.৪ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ কার্যক্রম সমন্বয়;

২০.৫ আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় এবং জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত সরকারের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি সংক্রান্ত কাজ;

২০.৬ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে অন-দি-জব ট্রেনিং, ইন-হাউজ ট্রেনিং, সেমিনার/ওয়ার্কশপ আয়োজন বা পরিচালনা;

২০.৭ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক কর্তৃক ডিজিটাল সেন্টার, উন্নয়ন প্রকল্প ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিদর্শন প্রতিবেদনের বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ;

২০.৮ মাঠপ্রশাসনের সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং সংক্রান্ত কাজ;

২০.৯ বিভাগীয় ও জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা সংক্রান্ত কাজ;

২০.১০ সার্কিট হাউজ ব্যবহার/ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কাজ;

২০.১১ জেলা ও মাঠপ্রশাসন অনুবিভাগের সমন্বয়মূলক কাজ; এবং

২০.১২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠেয় স্থানীয় সরকার বিভাগ সংক্রান্ত সভা/কার্যক্রম সমন্বয় সংক্রান্ত কাজ।

২১। মাঠপ্রশাসন শৃঙ্খলা শাখা

২১.১ মাঠপর্যায়ে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্তপূর্বক নিষ্পত্তিকরণ;

২১.২ মাঠপর্যায়ে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণের বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজুর জন্য সম্মতি প্রদান;

২১.৩ সচিবালয় ব্যতীত অধিদপ্তর/সংস্থার সংগঠন, কর্মকর্তা-কর্মচারী প্রশাসন, পরিদর্শন, ভ্রমণ এবং এতৎসংক্রান্ত বিবিধ আদেশ, প্রজ্ঞাপন, যোগাযোগপত্র ইত্যাদি সংরক্ষণ ও তার ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

২১.৪ মাঠপর্যায়ের কার্যালয়সমূহে মহিলা কর্মকর্তা/কর্মচারিগণের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, কাজের পরিবেশ উন্নয়ন এবং তাঁদের বিরুদ্ধে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রম; এবং

২১.৫ বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্মকর্তার ভূমিব্যবস্থাপনা (উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস, রাজস্ব শাখা, এল.এ শাখা, সার্টিফিকেট শাখা ইত্যাদি) সংক্রান্ত পরিদর্শন প্রতিবেদনের ওপর পরিবীক্ষণ, মূল্যায়ন ও অন্যান্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ।

২২। মাঠপ্রশাসন সংযোগ শাখা

২২.১ বিভাগীয় কমিশনারগণের নিকট থেকে Information Exchange Management System (IEMS)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন সংগ্রহ, সংকলন ও সারসংক্ষেপ আকারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সমীপে উপস্থাপন এবং সারসংক্ষেপে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসন বাস্তবায়ন;

২২.২ বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ বিভাগ-সম্পৃক্ত প্রস্তাব/সুপারিশের ওপর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

২২.৩ সরকারের অগ্রাধিকারমূলক কর্মসূচি ব্যতীত অন্যান্য সাধারণ বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে জেলা ও উপজেলা প্রশাসন কর্তৃক বাস্তবায়নের জন্য প্রেরিত অনুরোধ, নির্দেশ, প্রজ্ঞাপন, পরিপত্র ইত্যাদি বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণের নিকট প্রেরণ;

২২.৪ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস এবং অন্যান্য বিশেষ কর্মসূচি উদ্‌যাপনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচি মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়ন/বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান;

২২.৫ পার্বত্য চট্টগ্রাম সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের করণীয় বিষয়াদি;

২২.৬ দেশের অভ্যন্তরে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফর সংক্রান্ত কাজ;

২২.৭ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক বিভাগ, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাগণকে বিভিন্ন কমিটিতে অন্তর্ভুক্তকরণের ক্ষেত্রে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মতি প্রদান;

২২.৮ জেলা প্রশাসকগণের কর্মপরিকল্পনা সংক্রান্ত কাজ;

২২.৯ বিভাগীয় কমিশনার; পরিচালক, স্থানীর সরকার; জেলা প্রশাসক; এবং উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার-এর দায়িত্ব ও কাজ নির্ধারণ/হালনাগাদকরণ;

২২.১০ উত্তরা গণভবন সংক্রান্ত কাজ;

২২.১১ মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক উপজেলা পরিষদ ও ইউনিয়ন পরিষদ পরিদর্শন প্রতিবেদন পরিবীক্ষণ;

২২.১২ জেলার শ্রেণি পরিবর্তন সংক্রান্ত কাজ;

২২.১৩ বাংলাদেশ-ভারতের সীমান্ত-হাট সংক্রান্ত কাজ;

২২.১৪ জেলা প্রশাসক-জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সীমান্ত সম্মেলন সংক্রান্ত কাজ;

২২.১৫ জাতীয় পরিবেশ কমিটি সংক্রান্ত কাজ; এবং

২২.১৬ খাদ্য পরিকল্পনা ও পরিধারণ কমিটি সংক্রান্ত কাজ।

জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি অধিশাখা

২৩। জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি নীতি শাখা

২৩.১ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি বিষয়ক নীতিমালা, নির্দেশাবলি, পরিপত্র এবং সাধারণ যোগাযোগ সংক্রান্ত কাজ;

২৩.২ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের ক্ষমতা অর্পণ/প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিষয়াদি;

২৩.৩ জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন প্রণয়ন এবং সংশোধন সংক্রান্ত বিষয়াদি;

২৩.৪ পাবলিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজ; এবং

২৩.৫ দুর্নীতি দমন কমিশন সংশ্লিষ্ট কাজ।

২৪। জেলা ম্যাজিস্ট্রেসি পরিবীক্ষণ শাখা

২৪.১ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের নিবারণমূলক (preventive) বিচারকার্য পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন;

২৪.২ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট/অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আদালত পরিদর্শন ও মোবাইল কোর্টের কেস রেকর্ড পর্যালোচনা;

২৪.৩ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণের কোর্টসমূহের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

২৪.৪ জেলার মাসিক আইন-শৃঙ্খলা সভার কার্যবিবরণী পর্যালোচনা ও অনুবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ;

২৪.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য বিশেষ ক্ষমতা আইন, শুল্ক আইন ও অন্যান্য মাইনর এ্যাক্টের আওতাধীন বিষয়;

২৪.৬ মোবাইল কোর্ট সংক্রান্ত কাজ পর্যালোচনা;

২৪.৭ মোবাইল কোর্ট আইনের আওতাধীন আপিল মামলা পর্যালোচনা;

২৪.৮ আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক সাংগঠনিক কাজ;

২৪.৯ মহানগর, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন আইন-শৃঙ্খলা কমিটি সংক্রান্ত কাজ;

২৪.১০ জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন সন্ত্রাস ও নাশকতা প্রতিরোধ কমিটি সংক্রান্ত কাজ;

২৪.১১ আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির কাজ;

২৪.১২ আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কোর কমিটির কাজ;

২৪.১৩ মাঠপর্যায়ে সংঘটিত গুরুতর অপরাধের ওপর গৃহীত ব্যবস্থা এবং তৎসংশ্লিষ্ট মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে মাঠপ্রশাসনের নিকট থেকে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ;

২৪.১৪ চাঞ্চল্যকর মামলার অগ্রগতির জন্য গঠিত জেলা কমিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা;

২৪.১৫ আইন-শৃঙ্খলা ও জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাধারণ ও গোপনীয় প্রতিবেদনসমূহ সংরক্ষণ এবং এতৎসংক্রান্ত কাজ;

২৪.১৬ দুর্ঘটনায় হতাহতদের নির্ভুল ও সমন্বিত তথ্য সংগ্রহ;

২৪.১৭ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক থানা ও কারাগার পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও পরিবীক্ষণ;

২৪.১৮ কারান্তরীণ শিশু-কিশোরদের অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় টাস্কফোর্সের সভা সংক্রান্ত; এবং

২৪.১৯ কারান্তরীণ শিশু-কিশোরদের মাসিক পরিসংখ্যান পর্যালোচনাপূর্বক তাদের মুক্তিদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকগণকে নির্দেশনা প্রদান।

কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ

কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখা

২৫। কমিটি বিষয়ক অধিশাখা

২৫.১ কমিটি বিষয়ক কাজ (কমিটি গঠন/সংশোধন ইত্যাদি);

২৫.২ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

২৫.৩ আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

২৫.৪ কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ; এবং

২৫.৫ কমিটি ও অর্থনৈতিক অধিশাখার অধীন শাখাসমূহের মধ্যে সমন্বয়মূলক কাজ।

২৬। ক্রয় ও অর্থনৈতিক শাখা

২৬.১ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

২৬.২ অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান; এবং

২৬.৩ বর্ণিত কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের অগ্রগতি পরিবীক্ষণ।

সমন্বয় অনুবিভাগ

প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয় অধিশাখা

২৭। প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-১ শাখা

২৭.১ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি সংশ্লিষ্ট কাজ;

২৭.২ সরকারি দপ্তর/সংস্থাসমূহের জনবল হ্রাস/বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির বিবেচনার জন্য উপস্থাপন;

২৭.৩ প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সুপারিশ/সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

২৭.৪ চাকরি ও নিয়োগবিধি এবং জনবল সংক্রান্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রস্তাবের ওপর মতামত প্রদান এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এ সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্টের দায়িত্ব পালন; এবং

২৭.৫ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন্স চার্টার প্রভৃতি বাস্তবায়ন।

২৮। প্রশাসনিক উন্নয়ন ও সমন্বয়-২ শাখা

২৮.১ সচিব-সভা সংশ্লিষ্ট কাজ;

২৮.২ সচিব-সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

২৮.৩ সচিব-সভা কর্তৃক গঠিত বিভিন্ন উপকমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

২৮.৪ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালা ও নির্দেশাবলি প্রণয়ন;

২৮.৫ স্বাধীনতা পদক সংক্রান্ত প্রস্তাবসমূহ প্রাথমিকভাবে যাচাই-বাছাই;

২৮.৬ জাতীয় পদক পরিধান নির্দেশিকা প্রণয়ন/সংশোধন সংক্রান্ত কাজ;

২৮.৭ সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটের যাবতীয় সমন্বয় কার্যক্রম সম্পাদন করা; এবং

২৮.৮ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন্স চার্টার প্রভৃতি বাস্তবায়ন।

নিকার অধিশাখা

২৯। নিকার শাখা-১ শাখা

২৯.১ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার)-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতৎসংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

২৯.২ নিকার-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

২৯.৩ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা/নির্দেশিকা প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

২৯.৪ নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভা অনুষ্ঠান এবং এতৎসংক্রান্ত কাজ;

২৯.৫ জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির সভা অনুষ্ঠান এবং এতৎসংক্রান্ত কাজ; এবং

২৯.৬ জাতীয় পরিবীক্ষণ কমিটির (এনএমসি) সভা সংক্রান্ত কাজ।

৩০। নিকার শাখা-২ শাখা

৩০.১ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব পর্যালোচনা কমিটি-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা;

৩০.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত প্রস্তাব পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করা এবং প্রয়োজনীয় করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ করা;

৩০.৩ প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

৩০.৪ সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটের প্রশাসনিক ও প্রক্রিয়াগত বিষয়াদি সম্পাদন করা; এবং

৩০.৫ সমন্বয় অনুবিভাগের যাবতীয় প্রতিবেদনের সমন্বয় সংক্রান্ত কাজ।

সিভিল রেজিস্ট্রেশন ও সামাজিক নিরাপত্তা অধিশাখা

৩১। সিভিল রেজিস্ট্রেশন শাখা

৩১.১ 'সিআরভিএস সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি'-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা;

৩১.২ সিআরভিএস সংক্রান্ত স্টিয়ারিং কমিটি-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

৩১.৩ সিআরভিএস বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয় করা;

৩১.৪ 'সিআরভিএস বাস্তবায়ন কমিটি'-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা;

৩১.৫ সিআরভিএস সচিবালয়ের যাবতীয় প্রশাসনিক ও প্রক্রিয়াগত কার্যক্রম সম্পাদন করা;

৩১.৬ 'Asia-Pacific Regional Steering Committee on CRVS'-এর বাংলাদেশের Focal Point হিসাবে সিআরভিএস সচিবালয়ের সাচিবিক কার্যক্রম সম্পাদন করা; এবং

৩১.৭ সিআরভিএস সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের ব্যবস্থপনা কার্যক্রম সম্পাদন করা।

৩২। সামাজিক নিরাপত্তা শাখা

৩২.১ সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি'-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা;

৩২.২ 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি'-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

৩২.৩ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা;

৩২.৪ 'National Social Security Strategy (NSSS)' বাস্তবায়ন করা এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

৩২.৫ এনএসএসএস বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয় সাধন করা; এবং

৩২.৬ শাখা কর্তৃক বাস্তবায়নধীন সংশ্লিষ্ট সকল প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন করা।

উন্নয়ন অভিলক্ষ বাস্তবায়ন ও সমন্বয় অধিশাখা

৩৩। উন্নয়ন অভিলক্ষ বাস্তবায়ন শাখা

৩৩.১ Sustainable Development Goal-SDG বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট অভিলক্ষ এবং টার্গেটের ক্ষেত্রে লিড বিভাগ হিসাবে সমন্বয় কমিটি-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা;

৩৩.২ Sustainable Development Goal-SDG বাস্তবায়নে ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করা;

৩৩.৩ এসডিজি-এর অভিলক্ষ-১ এবং অভিলক্ষ-১৬ এর বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয়/ বিভাগ এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা;

৩৩.৪ এসডিজি-এর অভিলক্ষ-১ এবং অভিলক্ষ-১৬ এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম সংক্রান্ত মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করা; এবং

৩৩.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের এসডিজি সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন করা।

৩৪। উন্নয়ন অভিলক্ষ সমন্বয় ও আন্তঃমন্ত্রণালয় দ্বন্দ্ব নিরসন শাখা

৩৪.১ ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনা (Istanbul Programme of Action-IPoA) বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ‘সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি’ -এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা;

৩৪.২ ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত ‘সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ কমিটি’-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

৩৪.৩ ইস্তাম্বুল কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা;

৩৪.৪ ইস্তাম্বুল কর্ম পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম সম্পাদন করা;

৩৪.৫ আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কমিটি-এর সভা অনুষ্ঠান এবং এতদ্‌সংক্রান্ত সাচিবিক সহায়তা প্রদান করা; এবং

৩৪.৬ আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ।

সংস্কার অনুবিভাগ

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও মূল্যায়ন) অধিশাখা

৩৫। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (নীতি ও সমন্বয়) শাখা

৩৫.১ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত নীতিমালা, নির্দেশিকা ও কাঠামো প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ;

৩৫.২ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, জননিরাপত্তা বিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সেতু বিভাগ, রেলপথ মন্ত্রণালয়, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়, অর্থ বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং এসকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং সমন্বয়;

৩৫.৩ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় চট্টগ্রাম ও সিলেট এবং আওতাধীন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;

৩৫.৪ ২ ও ৩ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অফিসসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;

৩৫.৫ সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি এবং কারিগরি কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ; এবং

৩৫.৬ এপিএ বিষয়ে প্রকল্প প্রণয়ণ, চলমান/সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনা ও প্রয়োজনীয় সমন্বয়।

৩৬। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (মূল্যায়ন) শাখা

৩৬.১ প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ, কারিগরী ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, পানিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ এবং এসকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

৩৬.২ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় ঢাকা ও ময়মনসিংহ এবং আওতাধীন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;

৩৬.৩ ১ ও ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অফিসসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;

৩৬.৪ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক ও বার্ষিক (চূড়ান্ত) মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;

৩৬.৫ উন্নয়ন সহযোগী অথবা সংস্থার সাথে এপিএ সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয়,

৩৬.৬ কর্মসম্পাদন নীতি ও মূল্যায়ন সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংস্থাপন বিষয়াদি; এবং

৩৬.৭ এপিএ সংক্রান্ত প্রশাসনিক বিষয়াদি।

কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ অধিশাখা

৩৭। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ-১) শাখা

৩৭.১ স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ, আইন ও বিচার বিভাগ, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, বিদ্যুৎ বিভাগ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, শিল্প মন্ত্রণালয়, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এসকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং সমন্বয়;

৩৭.২ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় রাজশাহী ও রংপুর এবং আওতাধীন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;

৩৭.৩ ১ ও ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অফিসসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;

৩৭.৪ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান আয়োজন সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ সমন্বয়;

৩৭.৫ বার্ষিক প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে এপিএ বিষয়ে রিপোর্ট প্রণয়ন এবং এপিএ সংশ্লিষ্ট প্রকাশনার কাজ; এবং

৩৭.৬ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংশ্লিষ্ট অধিশাখা/শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংস্থাপন বিষয়াদি।

৩৮। কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা (বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ-২) শাখা

৩৮.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিট, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, স্থানীয় সরকার বিভাগ, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগ, কৃষি মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, খাদ্য মন্ত্রণালয়, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পরিবেশ বন ও জলবায়ু পরিবর্তণ মন্ত্রণালয়, তথ্য মন্ত্রণালয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং এসকল মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

৩৮.২ বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয় খুলনা ও বরিশাল এবং আওতাধীন জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়;

৩৮.৩ ১ ও ২ নং অনুচ্ছেদে বর্ণিত অফিসসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ ও হালনাগাদকরণ;

৩৮.৪ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ, সেমিনার, কর্মশালা এবং মতবিনিময় সভার আয়োজন;

৩৮.৫ এপিএ সংশ্লিষ্ট সকল শাখা/অধিশাখার কার্যক্রম বাস্তবায়নে বাজেট প্রস্তুতি, বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন সমন্বয় ও রিপোর্টিং;

৩৮.৬ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত এপিএএমএস সফট্ওয়্যার রক্ষণাবেক্ষণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৩৮.৭ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সমন্বয়সভা, সমন্বয় ও সংস্কার ইউনিটের সমন্বয়সভাসহ বিভিন্ন সভার এপিএ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রিপোর্ট প্রদান, সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সমন্বয়; এবং

৩৮.৮ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অন্যান্য কাজ।

প্রশাসনিক সংস্কার অধিশাখা

৩৯। শুদ্ধাচার শাখা

৩৯.১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় ও অরাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ, প্রতিবেদন প্রস্তুত ও উপস্থাপন (অনুবিভাগের প্রমাপ অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন) সংক্রান্ত কাজ;

৩৯.২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রণীত সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও ফিডব্যাক প্রদান;

৩৯.৩ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অর্থবছর শেষে স্বমূল্যায়িত চূড়ান্ত প্রতিবেদনের ওপর পর্যালোচনা এবং প্রমাণক পরীক্ষা সাপেক্ষে চূড়ান্ত মূল্যায়ন;

৩৯.৪ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের নিমিত্ত অ্যাকশন-প্ল্যান/ রোডম্যাপ প্রণয়ন ও উপস্থাপন সংক্রান্ত কাজ;

৩৯.৫ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে নৈতিকতা কমিটির সভা আয়োজন, সময়াবদ্ধ কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কাজ;

৩৯.৬ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজ;

৩৯.৭ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলের আওতায় গঠিত উপদেষ্টা পরিষদ, পরিষদের নির্বাহী কমিটি, জাতীয় শুদ্ধাচার বাস্তবায়ন ইউনিট (NIIU) এবং বিভিন্ন উপকমিটির সভা সংক্রান্ত কাজ;

৩৯.৮ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সেমিনার, কর্মশালা, জনঅবহিতকরণ সভা এবং প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ;

৩৯.৯ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় শুদ্ধাচার সংক্রান্ত উত্তম চর্চা (best practice) সংগ্রহ ও প্রচার সংক্রান্ত কাজ;

৩৯.১০ শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা প্রণয়ন ও পরিমার্জন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৩৯.১১ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন;

৩৯.১২ জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গঠিত নৈতিকতা কমিটির কার্যক্রম পরিবীক্ষণ; এবং

৩৯.১৩ সংস্কার অনুবিভাগের কার্যক্রম সমন্বয়।

৪০। তথ্য অধিকার শাখা

৪০.১ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে তথ্য কমিশনের সাথে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার সমন্বয় সংক্রান্ত কাজ;

৪০.২ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অংশীজন এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয় সাধন;

৪০.৩ তথ্য অধিকার ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা আহ্বান, সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ;

৪০.৪ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও সমপর্যায়ের কার্যালয়ে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ ও এর পরিবীক্ষণ;

৪০.৫ তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়নে ৬৪টি জেলায় গঠিত জেলা উপদেষ্টা কমিটির কার্যক্রম পরিচালনায় সহায়তা প্রদান ও পরিবীক্ষণ সংক্রান্ত কাজ;

৪০.৬ মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা ও সমপর্যায়ের কার্যালয়ে নিয়োগকৃত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সমন্বয়;

৪০.৭ তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন সংক্রান্ত বার্ষিক পরিবীক্ষণ প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও সুপারিশ বাস্তবায়ন;

৪০.৮ প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব চিহ্নিতকরণ এবং যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন; সভা আহ্বান, প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং সুপারিশ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪০.৯ প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত প্রস্তাব জাতীয় নীতিতে প্রতিফলন সংক্রান্ত কাজ;

৪০.১০ প্রশাসনিক সংস্কার বিষয়ে বৈদেশিক সাহায্য সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত প্রতিবেদনের ওপর মতামত প্রদান;

৪০.১১ প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত সেমিনার/সিম্পোজিয়াম/কর্মশালা আয়োজন/অংশগ্রহণ সংক্রান্ত কাজ;

৪০.১২ সার্ক মন্ত্রিপরিষদ সচিব-সভা আয়োজন সংক্রান্ত কাজে সাচিবিক সহায়তা প্রদান;

৪০.১৩ সার্ক মন্ত্রিপরিষদ সচিব-সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পরিবীক্ষণ; এবং

৪০.১৪ প্রশাসনিক সংস্কার সংক্রান্ত আঞ্চলিক প্রস্তাব সমন্বয়, উপস্থাপন ও বাস্তবায়ন।

প্রকল্প ও গবেষণা অধিশাখা

৪১। প্রকল্প শাখা

৪১.১ উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির TPP/DPP প্রণয়ন ও সংশোধন;

৪১.২ প্রকল্প পর্যালোচনা সভার জন্য প্রতিবেদন প্রণয়ন ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন এবং অনুসরণ;

৪১.৩ প্রকল্প অনুমোদন বিষয়ে বিভিন্ন সভা সম্পর্কিত বিষয়াদি;

৪১.৪ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বরাদ্দ গ্রহণ ও ছাড়করণ;

৪১.৫ উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আর্থিক সম্পদের সংস্থান ও বাস্তবায়নের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অর্থ বিভাগ, আইএমইডি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৪১.৬ উন্নয়ন সহযোগীর জন্য (সংশ্লিষ্ট/প্রযোজ্য প্রকল্পের) বিভিন্ন দেশে/সংস্থার ব্রিফ/টকিং পয়েন্ট প্রণয়ন, পত্রালাপ ও সংযোগ রক্ষা;

৪১.৭ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আইএমইডি, পরিকল্পনা কমিশন, অর্থ বিভাগ, ইআরডিসহ অন্যান্য সংস্থা বরাবরে উন্নয়ন প্রকল্প সম্পর্কিত তথ্য ইত্যাদি প্রেরণ; এবং

৪১.৮ আন্তর্জাতিক সংস্থার সঙ্গে উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট যাবতীয় চুক্তি/এইড মেমোরেন্ডাম/এইড কনসোর্টিয়াম সম্পর্কিত কাজ।

৪২। গবেষণা শাখা

৪২.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের গবেষণা কার্যক্রম সার্বিক সমন্বয়সাধন এবং গবেষণা প্রতিবেদনসমূহ সংরক্ষণ করা;

৪২.২ এনইসি ও একনেক সভায় উপস্থাপিত প্রকল্প/কর্মসূচির সার-সংক্ষেপের ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত/মন্তব্য প্রেরণ;

৪২.৩ Fast Track Project Monitoring Committee-এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম;

৪২.৪ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে সুশাসন উন্নয়নের নিমিত্ত গৃহীত প্রকল্পের প্রতিবেদন প্রণয়ন করা;

৪২.৫ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে গৃহীত সুশাসন বিষয়ক উত্তম চর্চার তথ্য সংগ্রহ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

৪২.৬ সুশাসন বিষয়ক প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদন/সমীক্ষা প্রতিবেদন সংগ্রহ/সংরক্ষণ করা;

৪২.৭ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত/প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৪২.৮ নতুন প্রকল্প গ্রহণের জন্য ধারণাপত্র প্রস্তুত করা;

৪২.৯ বহির্বিশ্ব তথা উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে আমাদের দেশের প্রকল্প গ্রহণের তুলনামুলক চিত্র প্রতিবেদন তৈরি; এবং

৪২.১০ তথ্য বিশ্লেষণ এবং খসড়া স্টাডি রিপোর্ট প্রস্তুত করা।

সুশাসন ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা অধিশাখা

৪৩। সুশাসন শাখা

৪৩.১ সুশাসন জোরদারকরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ এবং এ সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা আয়োজন;

৪৩.২ সরকারি দপ্তরে সুশাসন জোরদারকরণের লক্ষ্যে দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ- চাহিদা পূরণে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সমন্বয়;

৪৩.৩ সরকারি দপ্তরে সেবার মানোন্নয়ন ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নীতি/কর্মসূচি পাইলটিং ও বাস্তবায়ন;

৪৩.৪ সরকারি দপ্তরে সিটিজেনস্ চার্টার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ;

৪৩.৫ জনপ্রশাসন ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য সংক্রান্ত প্রস্তাবের ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মতামত প্রদান;

৪৩.৬ সুশাসন সংক্রান্ত লোকাল কনসালটেটিভ গ্রুপ (LCG)-এর কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন;

৪৩.৭ মাঠ পর্যায়ে সরকারি দপ্তরের সঙ্গে সুশাসন সংক্রান্ত উন্নয়ন প্রকল্পের কাজের সমন্বয়;

৪৩.৮ স্বায়ত্বশাসিত ও রাষ্ট্রায়াত্ব প্রতিষ্ঠানে সিটিজেনস চার্টার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও উন্নয়ন; এবং

৪৩.৯ জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল (NSDC) সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয়।

৪৪। অভিযোগ ব্যবস্থাপনা শাখা

৪৪.১ বিভিন্ন স্তরের সরকারি দপ্তরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System) কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও সমন্বয়;

৪৪.২ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় পরিবীক্ষণ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান এবং কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-পরিবীক্ষণ;

৪৪.৩ অভিযোগ অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তির কার্যক্রম গ্রহণ;

৪৪.৪ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ কর্তৃক অভিযোগের প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কিত গবেষণালব্ধ ফলাফলের ভিত্তিতে জনসেবার মান বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ;

৪৪.৫ সরকারি দপ্তরে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সভা, সেমিনার, কর্মশালা, প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময় কার্যক্রম গ্রহণ;

৪৪.৬ পত্রিকায় প্রকাশিত কোন সংবাদ, প্রতিবেদন বা চিঠিপত্রে সরকারি অভিযোগের উল্লেখ থাকলে সেগুলি পরীক্ষান্তে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ;

৪৪.৭ সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অভিযোগসমূহ বিশ্লেষণ করে যে সকল অভিযোগের পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে সে বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ;

৪৪.৮ অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সুসংহত করার লক্ষ্যে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং

৪৪.৯ GRS সফটওয়্যার ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজ।

ই-গভর্নেন্স অধিশাখা

৪৫। ই-গভর্নেন্স-১ শাখা

৪৫.১ ই-গভর্নেন্স এবং ই-সেবা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে সহায়ক পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তরসমূহ কর্তৃক গৃহীত এতৎসংক্রান্ত উদ্যোগসমূহের সমন্বয়;

৪৫.২ বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত সরকারি নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধকরণ, সহায়তা প্রদান ও পরিবীক্ষণ;

৪৫.৩ জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা, ২০১৫-এর আওতায় গৃহীত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মপরিকল্পনা (Action Plan)-এর বাস্তবায়ন সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ;

৪৫.৪ দেশে ই-গভর্নেন্স প্রতিষ্ঠায় নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটি সমন্বিত ও সার্বিক কৌশল প্রণয়ন;

৪৫.৫ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সভা, কর্মশালা, সেমিনার, সম্মেলন ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন;

৪৫.৬ ই-সেবা সংক্রান্ত সকল আইন, নীতি, গাইডলাইনস (জাতীয় তথ্য বাতায়ন, সেবা পদ্ধতি সহজীকরণ, ই-কোর্ট ইত্যাদি) ও আদর্শমান (স্ট্যান্ডার্ড) প্রণয়নে সমন্বয় সাধন;

৪৫.৭ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহের ই-ফাইল বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণে সমন্বয় সাধন;

৪৫.৮ মাঠপর্যায়ে ই-সেবা, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ভূমি-সেবা, ডিজিটাল সেন্টার এবং উদ্ভাবনবিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন-সংক্রান্ত কাজ;

৪৫.৯ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষা প্রমিতকরণের লক্ষ্যে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তরে ইউনিকোডের ব্যবহার নিশ্চিতকরণের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ; এবং

৪৫.১০ দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেন্স চার্টার প্রভৃতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজ।

৪৬। ই-গভর্নেন্স-২ শাখা

৪৬.১ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও এর আওতাধীন দপ্তরসমূহে আইসিটির ব্যবহার বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারি কার্যক্রম ও সেবা প্রদান প্রক্রিয়ায় উদ্ভাবনী প্রয়াস উৎসাহিতকরণ এবং এতৎসংক্রান্ত নীতিমালার বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ;

৪৬.২ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সভা, কর্মশালা, সেমিনার, সম্মেলন ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের আয়োজন;

৪৬.৩ ই-গভর্নেন্স-সংক্রান্ত উত্তম চর্চাসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;

৪৬.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগে ইনোভেশন টিম-সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কার্যক্রমের সমন্বয়;

৪৬.৫ ভূমিসেবা সংক্রান্ত বিভিন্ন উদ্যোগসমূহের সমন্বয় সাধন;

৪৬.৬ সেবাপদ্ধতি সহজীকরণ সংক্রান্ত কাজ সমন্বয়;

৪৬.৭ Open Government Data সম্পর্কিত কাজ;

৪৬.৮ সকল বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ই-ফাইল বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণে সমন্বয়সাধন;

৪৬.৯ ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের ডিজিটাল সেন্টারসমূহের কার্যক্রম পরিবীক্ষণ এবং এতৎসংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন প্রণয়ন;

৪৬.১০ মাঠপর্যায়ে ই-সেবা, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, ভূমি-সেবা, ডিজিটাল সেন্টার এবং উদ্ভাবন বিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজ;

৪৬.১১ মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা-চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে প্রাপ্ত বরাদ্দ-সংক্রান্ত কাজ;

৪৬.১২ মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং মাঠপর্যায়ের অফিসসমূহে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি-সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাকরণ;

৪৬.১৩ বাংলাদেশ জাতীয় তথ্য বাতায়নের আওতায় প্রস্তুতকৃত সকল সরকারি ওয়েবসাইটের কনটেন্ট হালনাগাদকরণ কার্যক্রমের সমন্বয়সাধন; এবং

৪৬.১৪ দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের কর্মসম্পাদন-ব্যবস্থাপনা, অভিযোগ-ব্যবস্থাপনা, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল, সিটিজেনস্ চার্টার প্রভৃতি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কাজ।

৪৭। আইসিটি সেল

৪৭.১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং এর অধিক্ষেত্রে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সম্পর্কিত যাবতীয় কারিগরি কাজ তথা হার্ডওয়্যার, সফ্টওয়্যার, নেটওয়ার্ক, সার্ভার, ইন্টারনেট ও ওয়েবসাইট ব্যবস্থাপনা এবং এতৎসংক্রান্ত বাজেট ও পরিকল্পনা প্রণয়ন;

৪৭.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে স্থাপিত ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম-সংশ্লিষ্ট কারিগরি কাজ সম্পাদন;

৪৭.৩ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখার কম্পিউটার সিস্টেম উন্নয়ন, সফ্‌টওয়্যার তৈরি ও প্রোগ্রাম ইনস্টলেশন ইত্যাদি কাজ সম্পাদন;

৪৭.৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ব্যবহৃত সরকারি ই-মেইল একাউন্ট সংক্রান্ত কাজ;

৪৭.৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ইলেক্ট্রনিক ডাক, ডিজিটাল সিগনেচার, ইলেক্ট্রনিক ফাইল, ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড কিপিং প্রভৃতি বাস্তবায়নে সমন্বয়সাধন;

৪৭.৬ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল প্রজ্ঞাপন, বিধি, নীতিমালা, পরিপত্র ইত্যাদি নিয়মিতভাবে ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ওয়েবসাইট হালনাগাদকরণ ও নিয়মিত ডাটা বেকআপ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ;

৪৭.৭ Information Exchange Management System (IEMS) সফ্‌টওয়্যার ব্যবহার করে পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এফসিআর) প্রস্তুতকরণে সহযোগিতা প্রদান এবং সফ্‌টওয়্যার-ব্যবস্থাপনা তদারকি;

৪৭.৮ মাঠপর্যায়ে ই-সেবা, জাতীয় তথ্য বাতায়ন, মাল্টিমিডিয়া ক্লাস রুম, ডিজিটাল সেন্টার এবং আইসিটি বিষয়ক কার্যক্রম পরিদর্শন ও প্রতিবেদন প্রণয়ন-সংক্রান্ত কার্যাবলি;

৪৭.৯ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে স্থাপিত সার্ভার, ওয়ার্কস্টেশন, লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN), ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক (WAN), ওয়াই-ফাই নেটওয়ার্ক এবং আইপি ফোন নেটওয়ার্ক ব্যবস্থাপনা তদারকি;

৪৭.১০ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের টিওএন্ডইভুক্ত কম্পিউটার সার্ভার, ডেস্কটপ কম্পিউটার, ল্যাপটপ, ট্যাবলেট, এন্টিভাইরাস সফ্‌টওয়্যার, অপারেটিং সিস্টেম সফ্‌টওয়্যার, প্রোজেক্টর, রাউটার, সুইচ, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ইউপিএস, আইপি ফোন, ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম ইত্যাদি যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্টক রেজিস্টার ও হিস্ট্রি বুক সংরক্ষণ;

৪৭.১১ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ব্যবহার অনুপযোগী সকল আইসিটি-সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতির প্রতিবেদন প্রণয়ন ও নিষ্পত্তিকরণ সংক্রান্ত কাজ;

৪৭.১২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কম্পিউটার ল্যাবের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৪৭.১৩ মন্ত্রিপরিষদ কক্ষ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগস্থ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে স্থাপিত কম্পিউটার যন্ত্রাংশ এবং ইন্টারনেটের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

৪৭.১৪ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের বিভিন্ন শাখা/অধিশাখা/অনুবিভাগ কর্তৃক উপস্থাপিত পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনায় কারিগরি সহযোগিতা প্রদান; এবং

৪৭.১৫ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সকল কম্পিউটারে এন্টিভাইরাস সফ্‌ট্‌ওয়্যারের কার্যকারিতা নিয়মিতভাবে পরীক্ষাকরণ এবং প্রয়োজনীয় ট্রাবলস্যুটিং নিশ্চিতকরণ।

৫.০ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকসমূহ

৫.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠক

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে (২০১৮-১৯) মোট ৩১টি মন্ত্রিসভা-বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে প্রাপ্ত সারসংক্ষেপসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মোট ১৯৭টি সারসংক্ষেপ মন্ত্রিসভা-বৈঠকে বিবেচনার জন্য উপস্থাপন করা হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ থেকে মন্ত্রিসভার বিবেচনার জন্য প্রাপ্ত সারসংক্ষেপসমূহের সংখ্যাগত পর্যাপ্ততা, প্রয়োজনানুগ সম্পূর্ণতা এবং কাঠামোগত শুদ্ধতা যাচাই করে সঠিকভাবে সারসংক্ষেপ প্রেরণের পরামর্শ প্রদানপূর্বক ১৬টি সারসংক্ষেপ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে ফেরত প্রেরণ করা হয়।

৫.১.১ মন্ত্রিসভা-বৈঠকের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে মোট ২৭৪টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; এর মধ্যে ২৩৪টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয় এবং ৪০টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নাধীন আছে। গত তিন অর্থবছরে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠক, গৃহীত সিদ্ধান্ত এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সংক্রান্ত একটি চিত্র নিম্নে দেওয়া হলো:

অর্থবছর / বিষয়সমূহ	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	মন্তব্য
মন্ত্রিসভা-বৈঠক	৩৭টি	৩৩	৩১	৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত বাস্তবায়িত
গৃহীত সিদ্ধান্ত	৩৪৭টি	২৯৫	২৭৪	
বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত (বাস্তবায়নের হার)	২৪৬টি (৭০.৮৯%)	২৪০ (৮১.৩৬%)	২৩৫ (৮৫.৭৭%)	

৫.২ মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের বৈঠক

৫.২.১ প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি (নিকার): প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে নিকার-এর কোন সভা অনুষ্ঠিত হয়নি।

৫.২.২ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ২১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকসমূহে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের ২৭২টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ২৬০টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

৫.২.৩ অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির ২১টি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকসমূহে ৫৮টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ৫৩টি প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।

৫.২.৪ জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি: 'স্বাধীনতা পুরস্কার', 'একুশে পদক', 'বেগম রোকেয়া পদক' এবং 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার' প্রদানের লক্ষ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির চারটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সব সভার সুপারিশের আলোকে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়:

(ক) ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে ১৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি এবং একটি প্রতিষ্ঠানকে 'স্বাধীনতা পুরস্কার, ২০১৯' প্রদান করা হয়। পুরস্কারপ্রাপ্ত সুধীবৃন্দ হচ্ছেন – স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ ক্ষেত্রে শহিদ বুদ্ধিজীবী মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী (মরণোত্তর); শহিদ এটিএম জাফর আলম (মরণোত্তর); জনাব আ, ক, ম, মোজাম্মেল হক; ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন; ডাঃ কাজী মিসবাহুন নাহার; মরহুম আবদুল খালেক (মরণোত্তর); মরহুম অধ্যাপক মোহাম্মদ খালেদ (মরণোত্তর); মরহুম ব্যারিস্টার শওকত আলী খান (মরণোত্তর) চিকিৎসাবিদ্যা ক্ষেত্রে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডাঃ নুরুন্নাহার ফাতেমা বেগম; সমাজসেবা/জনসেবা ক্ষেত্রে ড. কাজী খলীকুজ্জমান আহমদ; সংস্কৃতি ক্ষেত্রে জনাব মুর্তজা বশীর; সাহিত্য ক্ষেত্রে জনাব হাসান আজিজুল হক; গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে অধ্যাপক ড. হাসিনা খান এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট।

(খ) ০৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ছয়টি ক্ষেত্রে ২১ জন সুধীকে 'একুশে পদক, ২০১৯' প্রদান করা হয়। সুধীগণ হচ্ছেন– ভাষা আন্দোলনে অধ্যাপক হালিমা খাতুন (মরণোত্তর), এ্যাডভোকেট গোলাম আরিফ টিপু, অধ্যাপক মনোয়ারা ইসলাম, শিল্পকলা (সংগীত) ক্ষেত্রে সুবীর নন্দী, মরহুম আজম খান, খায়রুল আনাম শাকিল, শিল্পকলা (অভিনয়) ক্ষেত্রে লাকী ইনাম, সুবর্ণা মুস্তাফা, লিয়াকত আলী লাকী, শিল্পকলা (আলোকচিত্র) ক্ষেত্রে সাইদা খানম, শিল্পকলা (চারুকলা) ক্ষেত্রে জামাল উদ্দিন আহমেদ, মুক্তিযুদ্ধ ক্ষেত্রে ক্ষিতীন্দ্র চন্দ্র বৈশ্য, গবেষণা ক্ষেত্রে ডক্টর বিশ্বজিৎ ঘোষ, ড. মাহবুবুল হক, শিক্ষা ক্ষেত্রে ডক্টর প্রণব কুমার বড়ুয়া, ভাষা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে রিজিয়া রহমান, ইমদাদুল হক মিলন, অসীম সাহা, আনোয়ারা সৈয়দ হক, মইনুল আহসান সাবের এবং হরিশংকর জলদাস।

(গ) ২৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ০৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে পাঁচজন বিশিষ্ট নারী ব্যক্তিত্ব-কে 'বেগম রোকেয়া পদক, ২০১৮' প্রদান করা হয়। পদকপ্রাপ্ত নারী ব্যক্তিত্বগণ হচ্ছেন- নারী শিক্ষা ক্ষেত্রে শীলা রায় এবং অধ্যক্ষ প্রফেসর জোহরা আনিস; নারী অধিকার ক্ষেত্রে জিনাতুন নেসা তালুকদার; সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে নারী জাগরণ ক্ষেত্রে রোকেয়া বেগম (মরহুমা) এবং নারী শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির মাধ্যমে নারী জাগরণ ক্ষেত্রে রমা চৌধুরী (প্রয়াত)।

(ঘ) ২৯ মার্চ ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ২৬টি ক্ষেত্রে চলচ্চিত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও অসাধারণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ০২টি প্রতিষ্ঠান এবং ৩০ জন বিশিষ্ট শিল্পী, কলাকুশলি ও চলচ্চিত্রকে 'জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার-২০১৬' প্রদান করা হয়।

(ঙ) **শেখ হাসিনা মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক নীতিমালা-২০১৮**: ২৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে কমিটির সভায় 'শেখ হাসিনা মাদার অব হিউম্যানিটি সমাজকল্যাণ পদক নীতিমালা-২০১৮' অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

(চ) **আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পদক নীতিমালা-২০১৮:** ২৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে কমিটির সভায় 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট পদক নীতিমালা-২০১৮' অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়।

৫.২.৫ মন্ত্রিসভা কমিটিসমূহের গত তিন অর্থবছরের বৈঠক: সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি, জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি এবং আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির গত তিন অর্থবছরের বৈঠক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত পরিসংখ্যান নিম্নে দেওয়া হলো:

অর্থবছর / কমিটিসমূহ	২০১৬-১৭ বৈঠক সংখ্যা	২০১৭-১৮ বৈঠক সংখ্যা	২০১৮-১৯ বৈঠক সংখ্যা
১। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	৩১টি	৩৫টি	২৬টি
২। অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	২৬টি	৩০টি	২১টি
৩। জাতীয় পুরস্কার সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	০৪টি	০৪টি	০৩টি
৪। আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি	০৪টি	০২টি	০৩টি

৫.৩ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও কার্যক্রম

(ক) নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটি:

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ০২ আগস্ট ২০১৮ তারিখে নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ফরিদপুর সিটি কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা; গোপালগঞ্জ জেলার গোপালগঞ্জ পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণ; বাগেরহাট জেলার মোংলাপোর্ট পৌরসভার সীমানা সম্প্রসারণ; চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা তদন্তকেন্দ্রকে থানায় উন্নীতকরণ; বরিশাল জেলা মেহেন্দিগঞ্জ ও কাজিরহাট থানার প্রশাসনিক সীমানা পুনঃনির্ধারণ; সিরাজগঞ্জ জেলার সদর থানা ও কাজিরপুর থানাকে বিভক্ত করে মনসুরনগর থানা স্থাপন বিষয়গুলো নিকার সভায় প্রেরণের সুপারিশ করা হয়। বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলাধীন দৈবজ্ঞহাটি নামক স্থানে

সেলিমাবাদ নামে নতুন তদন্তকেন্দ্র স্থাপন; গাজীপুর জেলার কাপাসিয়া থানাধীন সনমানিয়া ইউনিয়নে আড়াল পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপন এবং মাদারীপুর জেলার সদর থানাধীন কালিকাপুর পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত নতুন উপজেলা ও থানা স্থাপন সংক্রান্ত সচিব কমিটির সভায় বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলাধীন দৈবজ্ঞহাটি নামক স্থানে থানার পরিবর্তে সেলিমাবাদ নামে নতুন তদন্তকেন্দ্র স্থাপন; জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ থানাধীন শ্যামগঞ্জ কালীবাড়ী পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপন; সাতক্ষীরা জেলার আশাশুনি থানাধীন বুধহাটা পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপন; জামালপুর জেলার বকশীগঞ্জ থানাধীন কামালের বার্ত্তি পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপন; এবং নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুর থানার শিবপুর নামক স্থানে শিবপুর পুলিশ তদন্তকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(খ) প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটির মোট ১৮টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভাসমূহে মোট ৩০৯টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সিদ্ধান্তসমূহের মধ্যে ৩৮,৫৮২টি পদসৃজন; ২,৪১৩টি পদ বিলুপ্তি; ২২টি নিয়োগ বিধিমালা/প্রবিধানমালা প্রণয়ন/সংশোধন এবং ০৩টি খসড়া আইন প্রণয়নের সুপারিশ করা হয়।

(গ) আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটি

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থায় বাংলাদেশ কর্তৃক চাঁদা প্রদান সংক্রান্ত সচিব কমিটির ০৬টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের সর্বমোট ৮টি প্রস্তাব উপস্থাপন করা হয় এবং ৮টি প্রস্তাবই সুপারিশ করা হয়।

(ঘ) সচিব সভা

মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট দুইটি সচিব সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় মোট ৩৭টি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(ঙ) মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা সংক্রান্ত আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে গৃহীত সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন-অগ্রগতি পর্যালোচনা সম্পর্কিত ৭০টি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(চ) আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি কমিটির ১৪টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের মধ্যে সৃষ্ট ৪টি বিরোধীয় বিষয় নিষ্পত্তি করা হয়।

(ছ) বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে মাসিক সমন্বয় সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ সচিবের সভাপতিত্বে বিভাগীয় কমিশনারগণের সঙ্গে ১১টি মাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সকল সভায় বিভাগীয় কমিশনারগণকে দিক্-নির্দেশনামূলক পরামর্শ প্রদান করা হয় এবং জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৩২৭টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(জ) জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স-এর সভা

প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির মোট ২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির ১৮৮তম সভায় নড়াইল জেলায় সার্কিট হাউসের নতুন ভবন নির্মাণের স্থানিক নকশা অনুমোদন; ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় সার্কিট হাউস ভবন সম্প্রসারণের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন; বরগুনা জেলার ট্রেজারি ভবন সম্প্রসারণ প্রকল্পের স্থানিক নকশা অনুমোদন এবং জামালপুর জেলায় একটি নতুন সার্কিট হাউস ভবন (টাইপ-৩) নির্মাণের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন করা হয়। ২৮ মে ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জেলা সদরে কোর ভবনাদি নির্মাণ সংক্রান্ত টাস্কফোর্স কমিটির ১৮৯তম সভায় পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলার কুয়াকাটায় ডাকবাংলো নির্মাণের সংশোধিত স্থানিক নকশা অনুমোদন; ময়মনসিংহ জেলায় প্রস্তাবিত অফিসার্স কোয়াটার্স নির্মাণের লক্ষ্যে সংশোধিত স্থাপত্য নকশা অনুমোদন; রাজশাহী বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের পুরাতন অফিস ভবন ভেঙ্গে আধুনিক অফিস ভবন নির্মাণের স্থানিক নকশা অনুমোদন; টাঙ্গাইল কালেক্টরেটের নতুন বহুতল ভবন নির্মাণের সংশোধিত স্থাপত্য নকশা অনুমোদন; বাগেরহাট কালেক্টরেটের নতুন ভবন নির্মাণের স্থাপত্য নকশা অনুমোদন; মাগুরা জেলায় সার্কিট হাউসের নতুন ভবন নির্মাণের সংশোধিত নকশা অনুমোদন; এবং গোপালগঞ্জ জেলায় প্রস্তাবিত সার্কিট হাউসের নতুন ভিআইপি ব্লক নির্মাণের লক্ষ্যে স্থাপত্য নকশা অনুমোদন করা হয়।

(ঝ) জেলা প্রশাসক সম্মেলন

মাঠপর্যায়ে কাজের গতিশীলতা বৃদ্ধি ও প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে ২৪-২৬ জুলাই ২০১৮ মেয়াদে 'জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৮' অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে ও মাঠপর্যায়ে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানকল্পে এ সম্মেলনে জেলা প্রশাসকগণকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিক্-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সম্মেলনে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ সম্পর্কিত মোট ৩৬৬টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর মধ্যে ৮৫টি স্বল্পমেয়াদি, ১২৯টি মধ্যমেয়াদি এবং ১৫২টি দীর্ঘমেয়াদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। স্বল্পমেয়াদি ৮৫টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ৭৫টি, মধ্যমেয়াদি ১২৯টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১০৫টি এবং দীর্ঘমেয়াদি ১৫২টি সিদ্ধান্তের মধ্যে ১৩৩টি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত/নিষ্পত্তি হয়। সর্বমোট ৩১৩টি (৮৫.৫১ শতাংশ) সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হয়। উল্লেখ্য, ২০১৭ সনে অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসক সম্মেলনে মোট ৪৩০টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন/ নিষ্পত্তির হার ছিল ৯৩.৯৫ শতাংশ। জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত স্বল্পমেয়াদি সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অন্যতম কেপিআই।

(ঞ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন

২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ও পরিবীক্ষণ কাঠামোতে বর্ণিত কার্যক্রমের বিপরীতে মান (weightage) প্রদান করা হয়। নম্বর প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ কাঠামো ২০১৮-১৯-এর মূল্যায়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে প্রণয়ন করা হয়। উক্ত নির্দেশিকার আলোকে কর্ম-পরিকল্পনা স্বমূল্যায়ন পদ্ধতিতে মূল্যায়নের নিমিত্ত শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে ১৮, ১৯ ও ২৭ জুন ২০১৯ তারিখে মোট ৩টি প্রশিক্ষণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

শুদ্ধাচার পুরস্কার নীতিমালা ২০১৭ অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সিনিয়র সচিব/সচিবগণের মধ্য হতে জনাব এন এম জিয়াউল আলম, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এবং বিভাগীয় কমিশনারগণের মধ্য হতে জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, বিভাগীয় কমিশনার, সিলেট, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত ২য় গ্রেড হতে ১০ম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তাদের মধ্য হতে ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল, যুগ্মসচিব এবং ১১তম গ্রেড হতে ২০তম গ্রেডভুক্ত কর্মচারীদের মধ্য হতে জনাব মো: জিয়াউদ্দিন আহমেদ, কম্পিউটার অপারেটর-কে শুদ্ধাচার পুরস্কার ২০১৮-১৯ প্রদান করা হয়।

(ট) সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়ন

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ০৪ জুলাই ২০১৮ তারিখে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবের মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ২৩ জুলাই ২০১৮ তারিখে ৮টি বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিবের মধ্যে ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ হতে ২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ টিমের সাথে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির পৃথক পৃথক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কারিগরি কমিটির পর্যবেক্ষণের আলোকে চূড়ান্ত মূল্যায়ন প্রতিবেদনসমূহ কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। জাতীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর ২২ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সমন্বিত মূল্যায়ন প্রতিবেদন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় অবগতির জন্য উপস্থাপন করা হয়।

২০১৭-১৮ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির মূল্যায়নে সর্বোচ্চ নম্বর প্রাপ্ত ১০টি মন্ত্রণালয়/বিভাগকে সম্মাননাপত্র প্রদান এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জনকারী যথাক্রমে বিদ্যুৎ বিভাগ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ এবং জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগকে

৩টি সম্মাননাপত্রসহ ক্রেস্ট প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সম্মাননাপ্রাপ্ত অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ হলো যথাক্রমে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, তথ্য মন্ত্রণালয়, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়।

০৭ মে ২০১৯ তারিখে সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮-তে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা ও পরিকল্পনাসমূহ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে সন্নিবেশের জন্য ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিববৃন্দকে নিয়ে কর্মশালা আয়োজন করা হয়। ১৬ মে ২০১৯ তারিখে ড. গওহর রিজভী, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা-এঁর উপস্থিতিতে এবং মন্ত্রিপরিষদ সচিব-এঁর সভাপতিত্বে ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সিনিয়র সচিব/সচিব এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাদের নিয়ে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সেমিনার আয়োজন করা হয়। সেমিনারে ড. প্রজাপতি ত্রিবেদী, সিনিয়র ডিরেক্টর, ইকোনমিক, ইয়ুথ এন্ড সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট, কমনওয়েলথ সেক্রেটারিয়েট বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন।

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৯-২০ অর্থবছরের খসড়া এপিএ পর্যালোচনার জন্য ১৯ মে ২০১৯ হতে ২৭ মে ২০১৯ তারিখ ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের এপিএ টিমের সাথে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কারিগরি কমিটির পৃথক পৃথক সভা অনুষ্ঠিত হয়। কারিগরি কমিটির পর্যবেক্ষণসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহ ২০১৯-২০ অর্থবছরের চূড়ান্ত এপিএ দাখিল করে। দাখিলকৃত এপিএসমূহ যাচাই করা হয় এবং ২০ জুন ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটির সভায় অনুমোদিত হয়।

২৬-২৭ জুন ২০১৯ তারিখে Commonwealth Secretariat কর্তৃক মাল্টায় অনুষ্ঠিত Commonwealth Awards for Excellence in SDG Implementation অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে প্রবর্তিত কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল উক্ত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের এসডিজি'র লক্ষ্যসমূহ এপিএ তে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এপিএ'র মাধ্যমে বাস্তবায়নের উদ্যোগটি ব্যাপক প্রশংসা পেয়েছে। কমনওয়েলথ সচিবালয় এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের এপিএ'র ভূমিকাকে একটি অনন্য দৃষ্টান্ত হিসাবে নিয়ে একটি কেস স্টাডি প্রস্তুত করছে; যা কমনওয়েলথভুক্ত অন্যান্য দেশে অনুসৃত হবে।

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং মাঠ পর্যায়ের কার্যালয়সমূহের মোট ১,৮৩৫ জন কর্মকর্তাকে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

০২ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়/বিভাগ, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি সংক্রান্ত তিনটি পৃথক নির্দেশিকা জারি করা হয়। ৫১টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এপিএএমএস সফ্টওয়্যারের আওতায় আনা হয়।

(ঠ) ই-গভর্নেন্স বাস্তবায়ন

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ হতে উপজেলা পর্যন্ত সকল সরকারি দপ্তরে নথি ব্যবস্থাপনায় পর্যায়ক্রমে একটি কার্যকর পদ্ধতি প্রচলনের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের-কে ই-নথি-বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ওয়েবসাইট জাতীয় তথ্য বাতায়নের সকল তথ্য হালনাগাদকরণ ও অধিকতর উন্নয়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও অধিদপ্তর/সংস্থার সিস্টেম এনালিস্ট/সহকারী সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামারদের জন্য ০৩টি অবহিতকরণ কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

(ড) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা

জনগণের নিকট প্রশাসনের জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, সেবার মানোন্নয়ন এবং সুশাসন সংহতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা Grievance Redress System (GRS) পদ্ধতি চালু করা হয়। এ পদ্ধতি সরকারি সেবা প্রাপ্তি এবং প্রদত্ত সেবার মান সম্পর্কে সাধারণ নাগরিকের অভিযোগ প্রতিকারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক ২০১৫ সালে বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় (www.grs.gov.bd) নামে অনলাইন GRS চালু করা হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষুব্ধ সেবা প্রত্যাশীগণ তাদের অভিযোগসমূহ (Grievances) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে অনলাইন ও অফলাইন উভয় পদ্ধতিতে দাখিল করতে পারেন। অনলাইন GRS-এর দ্বিতীয় ভার্সন আগস্ট ২০১৮ হতে hosting করা হয়। অনলাইন GRS software-এর দ্বিতীয় ভার্সনটিতে যেকোন জায়গা থেকে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা এবং মাঠ পর্যায়ের অফিসেও অভিযোগ দাখিল করার সুযোগ রয়েছে। ভোগান্তিবিহীন জনসেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত কার্যক্রমকে আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

(ঢ) সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ফরম্যাট অনুযায়ী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগের তত্ত্বাবধানে আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহ কর্তৃক সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (Citizen's Charter) প্রণয়ন নিশ্চিত করা হয়েছে। তাছাড়া মাঠ পর্যায়ের

সকল অফিসসমূহে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি প্রণয়নের নিমিত্ত নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে এবং তা সময়ে সময়ে পরিবীক্ষণ করা হচ্ছে। সময়ের সঙ্গে প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল নাগরিক সেবাসমূহকে বিবেচনায় নিয়ে প্রণীত এ সিটিজেনস্ চার্টার সরকারি কর্মকর্তাদের সেবা প্রদানের মানসিকতা নাগরিক সাধারণের নিকট সহজে দৃশ্যমান করা নিশ্চিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি (সিটিজেনস্ চার্টার) প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে।

(ন) ইনোভেশন সংক্রান্ত কার্যক্রম:

রূপকল্প-২০২১ তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যকে সামনে রেখে সরকারি সেবা নাগরিকদের দোরগড়ায় কম সময়ে, কম খরচে ও ভোগান্তিবিহীনভাবে পৌঁছে দেয়ার নিমিত্ত 'সেবা প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন কার্যক্রম বাস্তবায়ন' সংক্রান্ত কার্যক্রমের আওতায় মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক কমপক্ষে একটি করে সেবা প্রক্রিয়া সহজিকরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লিখিত কার্যক্রম সুচারুরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং অধিদপ্তর/সংস্থা কর্তৃক সহজিকৃত সেবা প্রক্রিয়ার বাস্তবায়ন ও অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ে ১২টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া সেবা সহজিকরণের দৃষ্টান্ত সংকলনের লক্ষ্যে ০২টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থা এবং মাঠপ্রশাসনে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে নাগরিক সেবায় উদ্ভাবন কার্যক্রমের বাস্তবায়ন ও মূল্যায়নের লক্ষ্যে বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০১৮-১৯ প্রণয়ন করা হয়। এই বার্ষিক উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করার লক্ষ্যে মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের উপস্থিতিতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাকে নিয়ে ১২টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া জনপ্রশাসনে উদ্ভাবনী চর্চার অগ্রগতি ও করণীয় বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থার চিফ ইনোভেশন অফিসার ও ইনোভেশন অফিসারদের নিয়ে ০৫টি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এ বিভাগের সকল কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

(প) সিভিল রেজিস্ট্রেশন এন্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিক্স (সিআরভিএস) কার্যক্রম:

আন্তর্জাতিকভাবে জন্ম, মৃত্যু, মৃত্যুর কারণ এবং বিয়ে, তালাক ও দত্তক এই দুটি বিষয়ে স্থায়ী এবং নিরবচ্ছিন্ন নিবন্ধন এবং উক্ত নিবন্ধনের ভিত্তিতে নীতিনির্ধারণে সহায়ক বিবিধ গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান তৈরি ও প্রচারকে সিভিল রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ভাইটাল স্ট্যাটিসটিকস (CRVS) বলা হয়। বাংলাদেশে এসব বিষয়ের পাশাপাশি জনগণের দেশান্তর/অভিপ্রয়ান (In and Out Migration) এবং শিক্ষার্থীর Enrollment সংক্রান্ত তথ্য অন্তর্ভুক্ত করে পরিসংখ্যান তৈরির বিষয়টি $CRVS^{+..}$ (CRVS and Beyond) নামে পরিচিতি লাভ করেছে। এর মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তাসহ সরকারের সকল সেবা

অন্তর্ভুক্ত করে একটি সমন্বিত সেবা প্রদান ব্যবস্থাপনা (Integrated Service Delivery Platform-ISDP) গড়ে তোলা হবে। Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh 2nd Phase-শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকে অধিকতর কার্যকর করার জন্য স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, স্থানীয় সরকার বিভাগের সংগে সমন্বয় করে গাজীপুরের কালীগঞ্জ উপজেলাতে 'কালীগঞ্জ মডেল' উদ্ভাবন এবং বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রথমবারের মত মৃত্যুর কারণ (Cause of death) Facoluifo CS Verbal Autopsy (VA) 978 Medical Certification of Cause of Death (MCCoD) পদ্ধতির বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়।

জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনকে অন্তর্ভুক্ত করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সার্বিক তত্বাবধানে প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ কর্তৃক 'OpenCRVS' পাইলট কার্যক্রম জুলাই ২০১৯ থেকে বাস্তবায়ন করা হবে। উল্লেখ্য যে 'OpenCRVS' একটি ওপেন সোর্স ডিজিটাল সিআরভিএস সমাধান যা অন্যান্য সরকারি সিস্টেমের সাথে আন্তঃসম্পর্কযোগ্য (যেমন: স্বাস্থ্য এবং এনআইডি সিস্টেম), সুরক্ষিত এবং অধিকার-ভিত্তিক সিস্টেম যা শহর এবং গ্রাম পর্যায়ে কার্যকর ভাবে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনে সহায়তা করবে। যার মাধ্যমে সরকারের নেয়া CRVS and Beyond উদ্যোগ এবং বৈশ্বিক লক্ষ্য 'Leaving No One Behind' অর্জনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

(ফ) সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যক্রম:

সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা হয়। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন কার্যক্রমের আন্তঃমন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং আন্তঃসংস্থা সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করা হয়। 'National Social Security Strategy (NSSS)' বাস্তবায়ন করা, বাস্তবায়ন অগ্রগতি পরিবীক্ষণ করা এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধান করা হয়। 'Social Security Policy Support (SSPS) Programme'; 'Support to the Central Management Committee's (CMC) Policy Guidance on Child Component of the NSSS এবং 'Promoting Nutrition Sensitive Social Securtity'-শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। Child Focused Social Protection Policy guidance Unit স্থাপন করা হয়। এসএসপিএস প্রকল্পের আওতায় Bangladesh Social Security Conference আয়োজন করা হয়। এছাড়া, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংক্রান্ত 'কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি'-এর দুইটি সভা আয়োজন করা হয়।

৬.০ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রণীত ও সংশোধিত গুরুত্বপূর্ণ আইন, বিধি ও নীতি

৬.১ আইন

'আইনের খসড়া প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভাষাগত উৎকর্ষ সাধন, বিষয়গত যথার্থতা এবং সংশ্লিষ্ট অপরাপর আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সংগতি বিধানের লক্ষ্যে গঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি' কর্তৃক নিম্নোক্ত ২৫টি আইন মন্ত্রিসভায় উপস্থাপনের জন্য সুপারিশ করা হয়:

ক্রম	শিরোনাম	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সভা	সুপারিশের তারিখ/মন্তব্য
০১	উদ্ভিদের জাত সংরক্ষণ আইন, ২০১৮	কৃষি	০৩ টি	০৯/০৭/১৮
০২	কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাষ্ট আইন, ২০১৮	স্বাস্থ্য ও সেবা বিভাগ	০২টি	১০/০৭/১৮
০৩	কওমি মাদ্রাসাসমূহের দাওরায়ে হাদিসের সনদকে মাষ্টার্স ডিগ্রির সমমান প্রদান আইন, ২০১৮	মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা	০১ টি	০২/০৮/১৮
০৪	বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৭	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০৩টি	১৪/০৮/১৮
০৫	বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড আইন, ২০১৮	কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ	০৩টি	২৬/০৮/১৮
০৬	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌচলাচল আইন, ২০১৮	নৌপরিবহন	০৪ টি	১৩/০৯/১৮
০৭	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০২ট	২৬/০৯/১৮
০৮	বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ আইন, ২০১৮	সমাজকল্যাণ	০৪ টি	২৭/০৯/১৮
০৯	বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন কাউন্সিল আইন, ২০১৮	সমাজকল্যাণ	০২টি	২৭/০৯/১৮
১০	ভূমি উন্নয়ন কর আইন, ২০১৮	ভূমি	০২টি	০৩/১০/১৮
১১	বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১৭	যুব ও ক্রীড়া	০২টি	০৩/১০/১৮
১২	সম্প্রচার আইন, ২০১৮	তথ্য	০৪ টি	১০/১০/১৮
১৩	মৎস্য ও মৎস্য পণ্য মান নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	০৩টি	২৯/১০/১৮
১৪	বাংলাদেশ শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র আইন, ২০১৮	শিল্প	০২টি	০৬/১২/১৮
১৫	গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৮	গৃহায়ন ও গণপূর্ত	০২টি	০৬/১২/১৮
১৬	বাংলাদেশ বাতিঘর আইন, ২০১৮	নৌপরিবহন	০২টি	২০/১২/১৮
১৭	বাংলাদেশের পতাকাবাহী জাহাজ সংরক্ষণ আইন, ২০১৮	নৌপরিবহন	০২টি	২৩/১২/১৮

ক্রম	শিরোনাম	মন্ত্রণালয়/ বিভাগের নাম	মোট সভা	সুপারিশের তারিখ/মন্তব্য
১৮	বাংলাদেশ হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন আইন, ২০১৯	আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ	০৪টি	০৮/০১/১৯
১৯	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৯	নৌপরিবহন	০২টি	১৩/০১/১৯
২০	বাংলাদেশ শিল্প-নকশা আইন, ২০১৯	শিল্প	০২টি	২৫/০২/১৯
২১	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১৯	নৌপরিবহন	০৩টি	২৭/০২/১৯
২২	বাংলাদেশ চিড়িয়াখানা আইন, ২০১৯	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ	০২টি	০৫/০৫/১৯
২৩	বাংলাদেশ সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব (সংশোধন) আইন, ২০১৯	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	০২টি	২১/০৫/১৯
২৪	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন আইন, ২০১৯	নৌপরিবহন	০২টি	২২/০৫/১৯
২৫	The State Acquisition and Tenancy (Amendment) Act, 2019	ভূমি	০২টি	১০/০৬/১৯

৬.২ বিধি/নীতি

(১) ২০ মে ২০১৯ 'জাতীয় সমন্বিত সঞ্চয় ও ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৯' জারি করা হয়।

(২) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনায় একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণের নিমিত্ত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৫-কে GRs software-এর পরিমার্জিত ভার্সনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার নিমিত্ত অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা ২০১৫ (পরিমার্জিত ২০১৮) প্রণয়ন করে তা সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়।

(৩) মন্ত্রণালয়/বিভাগ গঠন/পুনর্গঠন, নাম পরিবর্তন এবং কার্যতালিকা সংশোধন সংক্রান্ত পরিপত্র ০২ আগস্ট ২০১৮ তারিখে জারি করা হয়।

(৪) ১৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের এসআরও নম্বর-৩৩৮-আইন/২০১৮-এর মাধ্যমে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের বিদ্যমান কার্যতালিকা সংশোধন ও হালনাগাদকরণ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(৫) ২৫ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের এসআরও নম্বর-৩৪৬-আইন/২০১৮-এর মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের কার্যতালিকা সংশোধনের নিমিত্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

৭.০ ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক সম্পাদিত উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

৭.১ জাতীয় পর্যায়ে সম্পাদিত এবং বিভিন্ন সমন্বয়ধর্মী কার্যাবলি

(১) ১৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৩তম শাহাদত বার্ষিকীতে সারাদেশে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'জাতীয় শোক দিবস, ২০১৮' পালনার্থে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর সড়কস্থ বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর, বনানী কবরস্থান ও গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়াস্থ জাতির পিতার সমাধিস্থলসহ সকল জেলা এবং উপজেলায় যথাযথ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। জাতীয় পর্যায়সহ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় 'জাতীয় শোক দিবস, ২০১৮' পালিত হয়।

(২) স্বাধীনতা পুরস্কার সংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৯ সালে ১৩ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও একটি প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদান সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৩) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট জারিকৃত আইনের সংখ্যা ৫৯টি। এ সময়ে মন্ত্রিসভা-বৈঠকে মোট ১৩টি নীতিমালা/কর্মকৌশল/কর্মপরিকল্পনা এবং ১১টি আন্তর্জাতিক চুক্তি/সমঝোতা স্মারক অনুমোদন করা হয়।

(৪) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট ৩২টি আইনের খসড়া নীতিগতভাবে এবং ৪৮টি আইনের খসড়া চূড়ান্তভাবে মন্ত্রিসভায় অনুমোদিত হয়।

(৫) ২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে Inter Press Service News Agency, UN কর্তৃক রোহিঙ্গা ইস্যুতে মানবতাবাদী, সাহসী, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ নেতৃত্ব প্রদানের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে 'Humanitarian Award'-এ ভূষিত করা হয়। একইদিনে আন্তর্জাতিক অলাভজনক বেসরকারি সংস্থা Global Hope Coalition কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে Special Distinction Award for Leadership প্রদান করা হয়। এই সম্মাননাও রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বের জন্য প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্ব, দর্শন-চিন্তা, মানবিক ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত ও সমাদৃত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় Inter Press Service News Agency, UN কর্তৃক 'Humanitarian Award' এবং Global Hope Coalition কর্তৃক 'Special Distinction Award for Leadership' সম্মাননায় ভূষিত হওয়ার মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ০৪ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৬) বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিউরো ডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম

বিশেষজ্ঞ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন সম্প্রতি দ্বিতীয়বারের মতো 'ইউনেস্কো-আমির জাবের আল আহমদ আল-সাবাহ' পুরস্কার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হন। ইউনেস্কো কর্তৃক মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের এ নিযুক্তি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের সম্মানজনক অবস্থানকে আরও উন্নত ও সুসংহত করেছে। এ নিযুক্তির মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৭) আন্তর্জাতিক স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান ইনস্টিটিউট অব সাউথ এশিয়ান উইমেন (আইএসএডব্লিউ) কর্তৃক আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে মর্যাদাপূর্ণ 'লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এম্পাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত করা হয়। নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও ক্ষমতায়নে বিশেষ অবদান, লিঙ্গসমতা সুস্থিতকরণে অসামান্য সাফল্য অর্জন এবং দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে দক্ষ, গতিশীল ও দূরদর্শী নেতৃত্ব প্রদানের স্বীকৃতিস্বরূপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে এই সম্মাননায় ভূষিত করা হয়। 'লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন ফর উইমেন এমপাওয়ারমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' অর্জনের মাধ্যমে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১৮ মার্চ ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ২০ মার্চ ২০১৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৮) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলার প্রধান আইনজীবী অ্যাডভোকেট মো. সিরাজুল হকের একমাত্র কন্যা এবং বর্তমান সরকারের আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী জনাব আনিসুল হকের বড় বোন মিসেস সায়মা ইসলাম ৬৫ বছর বয়সে গত ১৫ জুলাই ২০১৮ তারিখে রাজধানীর একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মিসেস সায়মা ইসলামের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ, মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১৬ জুলাই ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৮ জুলাই ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৯) পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রথম মন্ত্রী, সাবেক সংসদ-সদস্য, খাগড়াছড়ি জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ জনাব কল্পরঞ্জন চাকমা ২৫ জুলাই ২০১৮ তারিখে ৯৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। জনাব কল্পরঞ্জন চাকমার মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১০) দশম জাতীয় সংসদের খুলনা-৪ আসনের সংসদ-সদস্য, সাবেক হুইপ এবং খুলনা জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এস.এম. মোস্তফা রশিদী ২৬ জুলাই ২০১৮ তারিখে ৬৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জনাব এস. এম. মোস্তফা রশিদীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১১) ভারতের প্রবীণ রাজনীতিবিদ ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারি বাজপেয়ী ১৬ আগস্ট ২০১৮ তারিখে ৯৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। শ্রী অটল বিহারি বাজপেয়ীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং ভারতের সরকার ও জনগণ এবং শ্রী বাজপেয়ীর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২০ আগস্ট ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২৭ আগস্ট ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১২) জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী জনাব কফি আনান ১৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখে ৮০ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। জনাব কফি আনানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২০ আগস্ট ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২৭ আগস্ট ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৩) দশম জাতীয় সংসদের কুড়িগ্রাম-২ (ফুলবাড়ি, রাজারহাট, সদর-উপজেলা) আসনের সংসদ-সদস্য, জাতীয় সংসদে বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম-সদস্য জনাব মো. তাজুল ইসলাম চৌধুরী ১৩ আগস্ট ২০১৮ তারিখে ৭৩ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জনাব মো. তাজুল ইসলাম চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২০ আগস্ট ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২৭ আগস্ট ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৪) সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব জনাব মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমান ১৫ আগস্ট ২০১৮ তারিখে ৮১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জনাব মোহাম্মদ আইয়ুবুর রহমানের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও পরম করুণাময়ের নিকট তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২০ আগস্ট ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২৭ আগস্ট ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৫) খ্যাতিমান ও দেশবরেণ্য সাংবাদিক এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব গোলাম সারোয়ার ১৩ আগস্ট ২০১৮ তারিখে ৭৫ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জনাব গোলাম সারওয়ার-এর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২০ আগস্ট ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২৭ আগস্ট ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৬) সাবেক রাষ্ট্রদূত ও প্রধান তথ্য কমিশনার জনাব মোহাম্মদ ফারুক ১৯ আগস্ট ২০১৮ তারিখে ৭০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। রাষ্ট্রদূত জনাব মোহাম্মদ ফারুকের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ২০ আগস্ট ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২৭ আগস্ট ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৭) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আয়কর উপদেষ্টা ও মিডল্যান্ড ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এম. মনিরুজ্জামান খন্দকার ১৭ আগস্ট ২০১৮ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। অ্যাডভোকেট এম. মনিরুজ্জামান খন্দকারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও পরম করুণাময়ের নিকট তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২০ আগস্ট ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২৭ আগস্ট ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৮) খ্যাতিমান নৃত্যশিল্পী জনাব বজলুর রহমান বাদল ১৯ আগস্ট ২০১৮ তারিখে ৯৫ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জনাব বজলুর রহমান বাদলের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও পরম করুণাময়ের নিকট তাঁর রূহের মাগফেরাত কামনা করে এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ২০ আগস্ট ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২৭ আগস্ট ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(১৯) মুক্তিযোদ্ধা রমা চৌধুরী ০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে ৮২ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। রমা চৌধুরীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে মন্ত্রিসভার ১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২০) আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্যতম আসামি, মঠবাড়ীয়া থানা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি এবং বীর মুক্তিযোদ্ধা জনাব এ বি এম আব্দুস সামাদ ৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে ৮৮ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জনাব এ বি এম আব্দুস সামাদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২১) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ভারপ্রাপ্ত মেয়র জনাব মোঃ ওসমান গণি ২২ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে ৬৯ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। জনাব মোঃ ওসমান গণির মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ০৪ অক্টোবের ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২২) বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ও সাংবাদিক জনাব শাহরিয়ার শহীদ গত ১৭ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে ৫৬ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। জনাব শাহরিয়ার শহীদের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ১৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ২০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৩) বীরপ্রতীক খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা তারামন বিবি গত ০১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে ৬১ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহি ...রাজিউন)। তারামন বিবির মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত শোকপ্রস্তাব ০৪ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৪) ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ বুধবার রাতে রাজধানীর চকবাজারের নন্দকুমার দত্ত রোড ও চুরিহাট্টা শাহী জামে মসজিদ রোড এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিদুর্ঘটনায় মর্মান্তিকভাবে নিহতদের বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা এবং তাঁদের শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশের লক্ষ্যে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ ০১ দিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালন এবং উক্ত দিবসে বাংলাদেশের সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ভবনসমূহে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত রাখার জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(২৫) ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখ বুধবার রাতে রাজধানীর চকবাজারের নন্দকুমার দত্ত রোড ও চুরিহাট্টা শাহী জামে মসজিদ রোড এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিদুর্ঘটনায় ৭১ জন নিহত এবং ৫৫ জন আহত হয়। অনাকাঙ্ক্ষিত এই ঘটনায় জাতি গভীরভাবে শোকাহত। এ মর্মান্তিক ঘটনায় নিহত ব্যক্তিদের জন্য গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে, তাঁদের পরিবারের শোকসন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে এবং পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা যেন তাঁদেরকে শোক বহন করার ক্ষমতা দেন ও আহত ব্যক্তিগণ যাতে দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন, সে প্রার্থনা করে মন্ত্রিসভার ০৪ মার্চ ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত একটি প্রস্তাব ০৫ মার্চ ২০১৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৬) প্রবীণ সমাজকর্মী ও বই পড়া আন্দোলনের পুরোধা জনাব মোঃ হারেস উদ্দিন (পলান) সরকার ০১ মার্চ ২০১৯ তারিখে ইন্তেকাল করেন (ইন্নালিল্লাহে ... রাজিউন)। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৮ বছর। জনাব মোঃ হারেস উদ্দিন (পলান) সরকারের মৃত্যুতে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ, তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৪ মার্চ ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত একটি প্রস্তাব ০৫ মার্চ ২০১৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৭) ১৫ মার্চ ২০১৯ তারিখ শুক্রবার স্থানীয় সময় বেলা দেড়টায় নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চ শহরের আল নূর মসজিদ এবং লিনউড মসজিদে জুমার নামাজ আদায়রত মুসল্লিদের ওপর জনৈক অস্ট্রেলীয় নাগরিক ব্রেনটন হ্যারিসন টারান্ট কর্তৃক সংঘটিত ভয়াবহ সন্ত্রাসী হামলায় পাঁচ বাংলাদেশিসহ ৫০ জন নিহত এবং প্রায় ৫০ জন আহত হন। বিশ্ববাসীর সঙ্গে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ ও এ সন্ত্রাসী নারকীয় হামলার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে, হামলায় নিহতদের জন্য গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে, নিহতদের পরিবারের শোকসন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে এবং আহত ব্যক্তিগণের দ্রুত আরোগ্য লাভের প্রার্থনা করে মন্ত্রিসভার ১৮ মার্চ ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত একটি প্রস্তাব ২০ মার্চ ২০১৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৮) ২৮ মার্চ ২০১৯ তারিখ দুপুরে রাজধানীর বনানীতে অবস্থিত এফ আর টাওয়ারে ভয়াবহ অগ্নিদুর্ঘটনায় ২৬ জন নিহত এবং ১৩০ জন আহত হন। এ মর্মান্তিক অগ্নিদুর্ঘটনায় নিহতদের জন্য গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ ও তাঁদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে, সকল নিহত ব্যক্তির শোকসন্তপ্ত পরিবারের সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে এবং পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা যেন তাঁদেরকে শোক বহন করার ক্ষমতা প্রদান করেন ও আহত ব্যক্তিগণ যাতে দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন, সে প্রার্থনা করে মন্ত্রিসভার ০১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত একটি প্রস্তাব ০২ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(২৯) ২১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে শ্রীলংকায় সংঘটিত সন্ত্রাসী সিরিজ বোমা হামলায় একাদশ জাতীয় সংসদের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম এমপি'র আট বছর বয়সী দৌহিত্র জায়ান চৌধুরী কলম্বোর শাংরি-লা হোটেলের রেস্তোরাঁয় নাস্তা গ্রহণকালে নিহত হন এবং জায়ানের পিতা জনাব মশিউল হক চৌধুরী মারাত্মকভাবে আহত হন। জায়ানের অকালমৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ ও তাঁর রুহের মাগফেরাত কামনা করে, তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়ে এবং পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা যেন তাঁদেরকে শোক বহন করার ক্ষমতা প্রদান করেন সে প্রার্থনা ও জায়ানের পিতার দ্রুত আরোগ্য কামনা করে মন্ত্রিসভার ২৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত একটি প্রস্তাব ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩০) ২১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে স্থানীয় সময় আনুমানিক সকাল ৮.৪৫ মিনিটে শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোসহ পার্শ্ববর্তী শহরতলী এলাকায় আটটি স্থানে সংঘটিত সন্ত্রাসী সিরিজ বোমা হামলায় ২৫৩ জন নিহত এবং ৫০০ জন আহত হন। এ অমানবিক ও ন্যাক্কারজনক ঘটনায় বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ ও বিশ্বনেতৃবৃন্দের সঙ্গে একাত্ম হয়ে গভীর শোক ও দুঃখ প্রকাশ করে, বাংলাদেশ সরকার ও জনগণের পক্ষে এ সন্ত্রাসী ও নারকীয় হামলার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করে, হামলায় নিহত ব্যক্তিগণের আত্মার শান্তি কামনাসহ তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবারের সকল সদস্যের প্রতি গভীর সমবেদনা, আন্তরিক সহমর্মিতা ও সুদৃঢ় সংহতি প্রকাশ করে, আহত ব্যক্তিবর্গের সুচিকিৎসা ও দ্রুত আরোগ্য কামনা করে এবং এই মর্মান্তিক সিরিজ বোমা হামলার ঘটনায় শ্রীলংকার সরকার ও জনগণের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করে মন্ত্রিসভার ২৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত একটি প্রস্তাব ৩০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩১) জনাব মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী ১৯৮৪ ব্যাচে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (অডিট এন্ড একাউন্টস্) ক্যাডারে যোগদান করেন। সুদীর্ঘ কর্মজীবনের শুরুতে তিনি অডিট এন্ড একাউন্টস্ বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি সরকারের উপসচিব পদে যোগদান করেন এবং পর্যায়ক্রমে অর্থ বিভাগের যুগ্মসচিব ও অতিরিক্ত সচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। জনাব মুসলিম চৌধুরী ৩ অক্টোবর ২০১৭ তারিখে সচিব হিসাবে অর্থ বিভাগে যোগদান করেন। অত্যন্ত যোগ্যতা ও দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রায় ৩২ বছর যাবৎ দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির কল্যাণে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে দীর্ঘকাল দেশের সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় জনাব মুসলিম চৌধুরীকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে, তাঁর ও তাঁর পরিবারের সকলের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবন কামনা করে এবং বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক হিসাবে দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রেও তিনি তাঁর পেশাগত দক্ষতার স্বাক্ষর রাখবেন বলে আশা প্রকাশ করে মন্ত্রিসভার ১৬ জুলাই ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত ধন্যবাদ প্রস্তাব ১৮ জুলাই ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩২) কৃষি মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮২ 'বিশেষ ব্যাচের' কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানপূর্বক দীর্ঘ ৩৫ বছর সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৮ আগস্ট ২০১৮ তারিখে সিভিল সার্ভিস হতে অবসর গ্রহণ করছেন। সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে সুদীর্ঘ ৩৫ বছর দেশের সেবায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখায় জনাব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ্-কে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর ও তাঁর পরিবারের সকলের দীর্ঘায়ু, সুস্বাস্থ্য ও সুন্দর জীবন কামনা করে মন্ত্রিসভার ১৩ আগস্ট ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ১৬ আগস্ট ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৩) আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব জনাব মো. ইউনুসুর রহমান বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন) ক্যাডারের ১৯৮২ 'বিশেষ ব্যাচের' কর্মকর্তা হিসাবে যোগদানপূর্বক দীর্ঘ ৩৫ বছরের অধিক সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত থেকে ১৬ আগস্ট ২০১৮ তারিখে সিভিল সার্ভিস হতে অবসর গ্রহণ করছেন। জনাব মো. ইউনুসুর রহমান-কে ধন্যবাদ জানিয়ে এবং তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ ও দীর্ঘায়ু কামনা করে মন্ত্রিসভার ১৩ আগস্ট ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ১৬ আগস্ট ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৪) ১৪ জুলাই ২০১৮ তারিখে নেদারল্যান্ডসে অনুষ্ঠিত প্রমীলা টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের ফাইনালে বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দল আয়ারল্যান্ডকে ২৫ রানে পরাজিত করে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে। এর ফলে এ বছর নভেম্বর মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজে অনুষ্ঠেয় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে বাংলাদেশ নারী ক্রিকেট দল। এ গৌরবময় অর্জনের জন্য বাংলাদেশ জাতীয় নারী ক্রিকেট দলের সকল খেলোয়াড় ও কোচ এবং বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কর্মকর্তাবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং বিজয়ের এই ধারা অব্যাহত থাকবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করে মন্ত্রিসভার ১৬ জুলাই ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ১৮ জুলাই ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৫) ২৮ জুলাই ২০১৮ তারিখে সেন্ট কিটসের ওয়ার্নার পার্কে সিরিজ নির্ধারণী তৃতীয় একদিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল সুস্পষ্ট আধিপত্য বজায় রেখে স্বাগতিক ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলকে পরাজিত করে ২-১ ম্যাচের ব্যবধানে সিরিজ জয় করে। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের এ অনন্য সাফল্যের জন্য মন্ত্রিসভার ৩০ জুলাই ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ০১ আগস্ট ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৬) ০৭ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে ভুটানে অনুষ্ঠিত 'সাফ অনূর্ধ্ব-১৮ নারী চ্যাম্পিয়নশিপ' টুর্নামেন্ট-এর ফাইনালে শক্তিশালী নেপালকে ১-০ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে সাউথ এশিয়ান ফুটবল ফেডারেশন (সাফ) কর্তৃক প্রথমবারের মত প্রবর্তিত 'সাফ অনূর্ধ্ব-১৮ নারী

চ্যাম্পিয়নশিপ' টুর্নামেন্ট-এ বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৮ নারী ফুটবলদল অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৮ নারী ফুটবলদলের এই ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্য সকল খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৮ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত প্রস্তাব ১০ অক্টোবর ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৭) ০৩ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে নেপালে অনুষ্ঠিত সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ কিশোর ফুটবল টুর্নামেন্টে পাকিস্তানকে টাইব্রেকারে ৩-২ গোলের ব্যবধানে পরাজিত করে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছে বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৫ কিশোর ফুটবল দল। বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৫ কিশোর ফুটবল দলের এই ক্রীড়া নৈপুণ্যের জন্য সকল খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে মন্ত্রিসভার ০৬ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ১১ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৮) ৩০ নভেম্বর ২০১৮ তারিখে মিরপুর শেরেবাংলা জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হওয়া সিরিজ নির্ধারণী দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল সুস্পষ্ট আধিপত্য বজায় রেখে সফরকারী ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট দলকে ইনিংস ও ১৮৪ রানে হারিয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজ জয় করে। ইনিংস ব্যবধানে এই প্রথম কোনো টেস্ট ম্যাচ জিতল বাংলাদেশ। বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলের এ অনন্য সাফল্যে সকল খেলোয়াড়, কোচ, কর্মকর্তা ও বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে এবং নিরলস অনুশীলনের মাধ্যমে বাংলাদেশ আগামীতেও আরও ভালো ফলাফল অর্জন করে জাতিকে গৌরবান্বিত করবে মর্মে দৃঢ় প্রত্যাশা ব্যক্ত করে মন্ত্রিসভার ০৩ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের বৈঠকে গৃহীত অভিনন্দন প্রস্তাব ০৪ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৩৯) ১৭ মে ২০১৯ তারিখে আয়ারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ত্রিদেশীয় একদিনের আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দল প্রথমবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করায় মন্ত্রিসভার ২৭ মে ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত একটি প্রস্তাব ২৯ মে ২০১৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪০) ২২ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ হতে ০৩ মে ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন কর্তৃক প্রথমবারের মত আয়োজিত আন্তর্জাতিক যুব নারী ফুটবল টুর্নামেন্ট 'বঙ্গমাতা অনূর্ধ্ব-১৯ গোল্ডকাপ'-এ বাংলাদেশ অনূর্ধ্ব-১৯ নারী ফুটবলদল যৌথভাবে লাওসের সঙ্গে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করায় মন্ত্রিসভার ২৭ মে ২০১৯ তারিখের বৈঠকে গৃহীত একটি প্রস্তাব ২৯ মে ২০১৯ তারিখের প্রজ্ঞাপন মারফত বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪১) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণক্রমে প্রণয়ন, মুদ্রণ ও সীমিত আকারে বিতরণ করা হয়।

(৪২) একাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের সূচনায় প্রদত্ত মহামান্য রাষ্ট্রপতির ভাষণ প্রণয়ন, মন্ত্রিসভা-বৈঠকে উপস্থাপন, মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণ এবং ভাষণের কপি বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় মুদ্রিত করে জাতীয় সংসদ সচিবালয়ে প্রেরণ করা হয়।

(৪৩) ১৯৯০ এবং ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিপরিষদ/উপদেষ্টা পরিষদ এবং মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণী, সারসংক্ষেপ এবং বিজ্ঞপ্তিসমূহের যথাক্রমে ০৯ খন্ড ও ১১ খন্ড রেকর্ড স্থায়ীভাবে সংরক্ষণের জন্য ৭ম দফায় ০৭ আগস্ট ২০১৮ তারিখ এবং ৮ম দফায় ১১ জুন ২০১৯ তারিখ মহাপরিচালক, আরকাইভস্ ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

(৪৪) দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ২০১৯ ও ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচি পালন উপলক্ষ্যে মোট পাঁচ কোটি ঊনচল্লিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার সাতশত টাকা ব্যয় ও অগ্রিম উত্তোলনে মঞ্জুরি জ্ঞাপন করা হয়। ২৬ মার্চ ২০১৯ তারিখ সকাল ০৮.০০ ঘটিকায় বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলনকালে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ শিশু একাডেমির ২০০ জন শিক্ষার্থী শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করে। এ সময় একযোগে সারাদেশে এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসসমূহে জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়। শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচির চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় ০৩ পর্যায়ের মোট ০৯টি বিজয়ীদলের সবাইকে পুরস্কার প্রদান করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৯টি দলকে পুরস্কার প্রদান করেন এবং অবশিষ্ট ৮১ জনের পুরস্কার পরবর্তীতে মাননীয় মন্ত্রী, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রদান করা হয়।

(৪৫) শুদ্ধসুরে জাতীয় সংগীত পরিবেশন এবং দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত চর্চাকে অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণে দলগত জাতীয় সংগীত পরিবেশন প্রতিযোগিতা ২০১৯ এবং ২৬ মার্চ সারাদেশে ও বিদেশে একযোগে জাতীয় সংগীত পরিবেশন কর্মসূচি আয়োজন সংক্রান্ত পরিপত্র ১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখে জারি করা হয়।

(৪৬) মহামান্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ৪ জন মন্ত্রীর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় মর্মে ০৯ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪৭) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬-এর রুল ৩(৪)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখে ৩ জন মন্ত্রীর মধ্যে তাঁদের বর্তমান দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্ব বণ্টন করেছেন মর্মে উক্ত তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪৮) মহামান্য রাষ্ট্রপতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুযায়ী একাদশ জাতীয় সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন সংসদ-সদস্য শেখ হাসিনাকে প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন ও তাঁর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন এবং নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে বলে গণ্য করা হবে মর্মে ০৩ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৪৯) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ০৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে শেখ হাসিনাকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদে নিয়োগ দান করেছেন মর্মে উক্ত তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৫০) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (২) দফা অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতি ০৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপ-মন্ত্রী পদে যথাক্রমে ২৪, ১৯ ও ৩ ব্যক্তিকে নিয়োগ দান করেছেন মর্মে উক্ত তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৫১) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬-এর রুল ৩(৪)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ০৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, ও উপ-মন্ত্রিগণের মধ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্ব বণ্টন করেছেন মর্মে উক্ত তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৫২) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬-এর রুল ৩বি(১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ০৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ৫ ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা পদে নিয়োগ প্রদান করেছেন মর্মে উক্ত তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৫৩) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬-এর রুল ৩বি(১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৫ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে ১ ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট দায়িত্ব দিয়ে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা পদে অবৈতনিক নিয়োগ প্রদান করেছেন মর্মে উক্ত তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৫৪) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ০৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর ৫ জন উপদেষ্টার (মন্ত্রীর পদমর্যাদাপ্রাপ্ত) নিয়োগের অবসান করেছেন মর্মে উক্ত তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৫৫) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ০৭ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত জনাব হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের নিয়োগের অবসান করেছেন মর্মে উক্ত তারিখে জারীকৃত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৫৬) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী রুলস অব বিজনেস, ১৯৯৬-এর রুল ৩(৪)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে ১৯ মে ২০১৯ তারিখে ২ জন মন্ত্রী ও ২ জন প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে ২টি মন্ত্রণালয়ের ৪টি বিভাগের দায়িত্ব পুনর্বিন্যাসক্রমে বণ্টন করেছেন মর্মে উক্ত তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৫৭) ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব মোঃ আতিকুল ইসলামকে মন্ত্রীর এবং রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব এ. এইচ. এম. খায়রুজ্জামান (লিটন) ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র জনাব তালুকদার আব্দুল খালেককে প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদা প্রদান করে ২৮ মে ২০১৯ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হয়।

(৫৮) গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ দ্বিপাক্ষিক সরকারি সফরে ব্রুনাই দারুস্‌সালামের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রস্থানকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রাচারের দায়িত্ব পালন করা হয়।

(৫৯) সচিবালয় নির্দেশমালা, ২০১৪-এর ২৫৫ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক জনসাধারণের আবেদন/অভিযোগের পাশাপাশি ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা এবং বিভিন্ন দপ্তর হতে বাংলাদেশ সচিবালয়ে অবস্থিত সকল মন্ত্রণালয় ও বিভাগ বরাবরে প্রেরিত আনুমানিক ৫,৫০,০০০ চিঠিপত্র কেন্দ্রীয় পত্র গ্রহণ ও অভিযোগ শাখা কর্তৃক গ্রহণ ও বিতরণ করা হয়।

(৬০) বিভাগীয় কমিশনার এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত পাক্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তুতকৃত ২৪টি সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৬১) 'মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর মুক্তিযোদ্ধাদের মৃত্যুতে সরকারিভাবে যথাযথ সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত সমন্বিত নীতিমালা' অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬২) জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণের যথাযথ মূল্যায়নের জন্য সকল কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬৩) পার্বত্য চট্টগ্রামে এনজিওসমূহের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত কমিটি পুনর্গঠনে জেলা প্রশাসক রাঙ্গামাটি/খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলা বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৬৪) কক্সবাজার জেলায় যাচাই-বাছাইকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের গেজেট প্রকাশের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বরাবর দাখিলকৃত স্মারকলিপি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬৫) টাউন সার্ভিস বাসে সকল যাত্রীর স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ ও আরামদায়ক ভ্রমণের লক্ষ্যে দু'টি দরজার ব্যবস্থা করার জন্য সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬৬) চট্টগ্রাম, কুমিল্লা, বরিশাল, যশোর ও বগুড়া জেলার ইংরেজি বানান সংশোধনের বিষয়ে সকল কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬৭) রেজিস্ট্রেশনবিহীন প্রতিষ্ঠান থেকে শ্রমিক/কর্মী নিয়োগ না দেওয়ার জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬৮) জাতীয় বৃক্ষরোপন অভিযান ও বৃক্ষ মেলা, ২০১৮ এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী ৩০ লক্ষ শহিদের স্মরণে সারাদেশে একযোগে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৩০ লক্ষ বৃক্ষরোপন কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৬৯) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে কক্সবাজার জেলার চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ কমিটি গঠন করা হয়।

(৭০) বাংলাদেশ অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী কল্যাণ সমিতির জন্য জমি/অফিস কক্ষ বরাদ্দ এবং সরকারি হাসপাতালসমূহে স্বতন্ত্র কাউন্টারের ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়ে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ এবং সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭১) 'গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে প্রচার কার্যক্রম শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়ন ও সমন্বয়ের জন্য জেলা সমন্বয় কমিটিতে জেলা প্রশাসক ও সদর উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অন্তর্ভুক্তিতে সম্মতি প্রদানের বিষয়ে তথ্য মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭২) উন্নয়ন কর্তৃপক্ষসমূহের আওতা-বহির্ভূত এলাকায় সুউচ্চ ভবন নির্মাণের নকশা অনুমোদন এবং ভবনের গুণগত মান নিশ্চিতকরণের জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭৩) জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত 'জেলা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি' ও 'উপজেলা নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি'-এর কার্যক্রম জোরদারকরণের বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭৪) চার মাসব্যাপী মুক্তিযুদ্ধের ভ্রাম্যমাণ বইমেলার জন্য জেলা প্রশাসকদের সহায়তার বিষয়ে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭৫) বিজয় ফুল উৎসবে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের ওপর নির্মিত ডিজিটাল কুইজ প্লাটফর্ম 'ফুলবন্ধু' প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭৬) কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কউক)-এর অধিক্ষেত্র নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন/গেজেট প্রণয়ন স্থগিত রাখা সংক্রান্ত পত্র গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৭৭) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস পালনে কতিপয় নির্দেশনা অনুসরণের জন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭৮) 'বিজয় ফুল উৎসব উদ্‌যাপন' ও অন্যান্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৭৯) বর্তমান সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার, ২০১৮ অনুযায়ী জেলা প্রশাসনের অগ্রাধিকারভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি হালনাগাদপূর্বক প্রেরণের জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮০) যোগাযোগ ব্যবস্থা, শিক্ষা, চিকিৎসা, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বিবেচনা করে পার্বত্য এলাকা বহির্ভূত ১৬টি উপজেলাকে হাওড়/দ্বীপ/চর উপজেলা হিসাবে ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

(৮১) বান্দরবান জেলায় বন ও পরিবেশ সংরক্ষণ আইন অমান্যকারী ও সহায়তাকারীদের জনস্বার্থে আইনের আওতায় এনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং পরিবেশের বিপর্যয় বন্ধে সরকারি হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত পত্র পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় প্রেরণ করা হয়।

(৮২) বায়োমেট্রিক পদ্ধতিতে হজযাত্রীদের দশ আঙ্গুলের ছাপ গ্রহণ, ছবি ও পাসপোর্ট স্ক্যান কাজে সহযোগিতা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকদের বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৩) Issuance of a directive to all government officials for monitoring of children programme visit in field সংক্রান্ত পত্র সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সকল বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৮৪) 'উদ্ভাবনী বাংলাদেশ: আমার গ্রাম আমার শহর'-শীর্ষক কর্মশালায় প্রাপ্ত সুপারিশসমূহ পাইলটিং ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য ১৬টি ইউনিয়নের মধ্যে ০৮টি ইউনিয়ন নির্বাচন সংক্রান্ত পত্র এটুআই বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৮৫) জন ভারাক্রান্ত ঢাকা জেলার জনসেবা প্রদান কার্যক্রম সহজ ও সুষমকরণের লক্ষ্যে সমন্বিত প্রস্তাবনাসমূহ পরীক্ষা-নিরীক্ষাক্রমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৬) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে জারিকৃত বিভিন্ন পত্রাদি সংশ্লিষ্টদের বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৮৭) লাইসেন্স বিহীন মেইলিং অপারেটর ও কুরিয়ার সার্ভিস প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ করা সংক্রান্ত পত্র সকল জেলা প্রশাসক বরাবর প্রেরণ করা হয়।

(৮৮) জেলা-উপজেলা মোবাইল ড্রাইভিং কম্পিটেন্সি টেস্ট বোর্ড (ডিসিটিবি)-এর গঠন সংক্রান্ত পত্র সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়।

(৮৯) বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণ জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত প্রমাপ অনুয়ায়ী ভ্রমণ, রাত্রিযাপন, পরিদর্শন, দর্শন করেছেন। এতে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে কাজের দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণসহ গতিশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এজন্য প্রমাপ অর্জনকারী কর্মকর্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপনসহ প্রমাপ অর্জনের এই ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। জেলা প্রশাসকগণের পরিদর্শনের বিষয়টি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের KPI (Key Performance Indicators)-ভুক্ত এবং জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত KPI-এর লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়।

(৯০) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা কর্তৃক জেলা/উপজেলা পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ/মন্তব্যের আলোকে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে উল্লিখিত বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়। জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ২৯ জন কর্মকর্তার পরিদর্শন প্রতিবেদনের মন্তব্যের আলোকে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে পত্র দেওয়া হয়।

(৯১) জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনসহ বিভিন্ন সিটি কর্পোরেশন, জাতীয় সংসদের শূন্যঘোষিত আসনে উপনির্বাচন, নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে পত্র দেওয়া হয়।

(৯২) বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতগণের বিভিন্ন জেলা সফরের বিষয়ে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকগণকে পত্র দেওয়া হয়।

(৯৩) জেলায় স্ট্যাম্প ভেন্ডার রেজিস্টারের চাহিদা পূরণের জন্য জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত মোট তিনশত বিশটি স্ট্যাম্প ভেন্ডার রেজিস্টার সরবরাহ করা হয়।

(৯৪) সিআরভিএস বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ নিবন্ধন সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাব প্রণয়ন বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

(৯৫) Open CRVS এর Proof of Concept (POC) দুইটি জেলায় (কুড়িগ্রাম এবং নরসিংদী) পরিচালনা করা হয়।

(৯৬) হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় বিষয়ক একাধিক বিভাগীয় সেমিনার আয়োজন করা হয়।

(৯৭) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি জেলা ইতিহাস-ঐতিহ্যকে বিবেচনায় রেখে জেলার সর্বস্তরের মানুষকে সম্পৃক্ত করে তার স্বাতন্ত্র্যকে বিকশিত করার লক্ষ্যে জেলা-ব্র্যান্ডিং-এর কার্যক্রম শুরু করা হয়। এলক্ষ্যে সকল জেলা জেলা-ব্র্যান্ডিং বই প্রকাশ এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের লাইব্রেরিতে একটি জেলা-ব্র্যান্ডিং কর্নার স্থাপন করা হয়।

(৯৮) মৃত্যুর সঠিক কারণ নির্ণয় সংক্রান্ত জাতীয় সেমিনারের আয়োজন এবং সেমিনারের মতামত ক্রোড়পত্র আকারে জাতীয় পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়।

(৯৯) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়নের নিমিত্ত কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতের জন্য সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও সংস্থাকে নিয়ে ১১টি সভা/কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

(১০০) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন (SIR) সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়।

(১০১) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-এর ৩টি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য নতুন ম্যাট্রিক্স প্রণয়ন করা হয়।

(১০২) টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১৬-এর লক্ষ্যমাত্রা ১৬.৫ এবং ১৬.৬-এর বিপরীতে সহযোগী মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সংস্থার সময়বদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়।

(১০৩) উপজেলা, জেলা ও বিভাগীয় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়ন সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়।

(১০৪) আন্তঃমন্ত্রণালয় আইনগত বিরোধ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

(১০৫) জাতিসংঘের OHRLLS কর্তৃক অনুষ্ঠিতব্য LDC National Focal Point-এর বর্ধিত সভায় Istanbul Programme of Action (IPOA) বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপনের লক্ষ্যে তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করা হয়।

(১০৬) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগ ১০, ১২ ও ১৭ জুন ২০১৯ তারিখে যথাক্রমে কুমিল্লা, নরসিংদী ও কিশোরগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়-এর সহযোগিতায় জেলাস্থ অন্যান্য দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে সিটিজেনস্ চার্টার এবং অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত দিনব্যাপি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

(১০৭) ২০ জনু ২০১৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'Platforms for Dialogue-strengthening inclusion and participation in decision making and accountability mechanisms in Bangladesh (P4D)' প্রকল্পের আওতায় রংপুর বিভাগে IGSA বিষয়ক কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

(১০৮) সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থা/মাঠ পর্যায়ের অফিসসমূহে সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।

(১০৯) মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং মাঠ পর্যায়ের অনুসৃত উত্তম চর্চাসমূহের প্রতিবেদন সংগ্রহ করে সংকলন আকারে প্রকাশ করা হয়।

(১১০) ২০১০-১১ অর্থবছরের বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রদত্ত অনুশাসনসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবগতির জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগকে অনুরোধ করা হয়।

(১১১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে 'Evaluation of the Performance of Innovation Teams in Public Organizations' এবং 'An analytical study on existing legal framework in relation to effective coordination for delivering services in metropolitan areas of Bangladesh' শীর্ষক দু'টি গবেষণা সম্পন্ন হয়।

(১১২) তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর আওতায় দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের অনলাইন প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিভাগীয় পর্যায়ে ১টি কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

(১১৩) জেলা পর্যায়ে তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ বাস্তবায়নের নিমিত্ত উপপরিচালক, স্থানীয় সরকারগণের অংশগ্রহণে ১টি কর্মশালা ২৮ মে ২০১৯ তারিখ অনুষ্ঠিত হয়।

(১১৪) তথ্য অধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে কর্মশালা আয়োজন করা হয়।

(১১৫) ১৪-১৫ নভেম্বর ২০১৮ মেয়াদে তথ্য অধিকার, রেকর্ড ব্যবস্থাপনা ও জেন্ডার বিষয়ক কর্মশালা বেসরকারি সংস্থা দি কার্টার সেন্টারের সহযোগিতায় হোটেল সোনারগাঁও, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়।

(১১৬) বেসরকারি সংস্থা দি কার্টার সেন্টারের সহযোগিতায় ৩ ও ৪ মার্চ এবং ১৭ ও ১৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে তথ্য অধিকার, রেকর্ড ব্যবস্থাপনা ও জেন্ডার বিষয়ক কর্মশালা সিলেটে এবং খাগড়াছড়িতে অনুষ্ঠিত হয়।

(১১৭) বেসরকারি সংস্থা Management and Resources Development Initiative (MRDI) জেলা প্রশাসকের কার্যালয়সমূহের ওয়েবসাইটে স্ব:প্রণোদিত তথ্য প্রকাশ মূল্যায়নের একটি প্রতিবেদন ২৩ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিল করে এবং উক্ত প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত বিভাগীয় কমিশনারগণের মাসিক সভায় উপস্থাপন করা হয়।

(১১৮) ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে তথ্য অধিকার বিষয়ক (RTI) ওয়ার্কিং গ্রুপের সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং তথ্য অধিকার আইন বাস্তবায়ন জোরদার করণের লক্ষ্যে (ক) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ বিভাগীয় কমিটি (খ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়নে অবেক্ষণ (সুপারভিশন) ও পরিবীক্ষণ জেলা কমিটি এবং (গ) তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ উপজেলা কমিটির কার্যক্রম উক্ত সভায় পর্যালোচনা ও মনিটরিং-এর বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

(১১৯) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে তথ্য অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত পেপার ক্লিপিং সমূহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ২৪১টি পেপার ক্লিপিং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বরাবর প্রেরণ করা হয়।

৭.২ মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সম্পাদিত কার্যাবলি

(১) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের রাজস্ব খাতের বরাদ্দ থেকে এ বিভাগের নবম থেকে তদূর্ধ্ব গ্রেডভুক্ত ৭২ জন কর্মকর্তাকে মোট ১৫ দিনব্যাপী, দশম গ্রেডভুক্ত ৫৯ জন কর্মকর্তাকে ১০ দিনব্যাপী, এগার থেকে ষোল গ্রেডভুক্ত ৪৫ জন কর্মচারীকে মোট ১০ দিনব্যাপী এবং সতের থেকে বিশ গ্রেডভুক্ত ৫৮ জন কর্মচারীকে ১০ দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ ছাড়া, নতুন নিয়োগকৃত এগার থেকে বিশ গ্রেডভুক্ত ৬০ জন কর্মচারীকে পাঁচ দিনব্যাপী অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব/উপসচিব/সিনিয়র সহকারী সচিব পর্যায়ের ৫৬ কর্মকর্তাকে Good Governance in Public Administration, Grivance Redress System (GRS) Operation Mechanism, Right to Information (RTI) & Sustainable Development Goal (SDG), Hunger Safety Net Programme (HSNP) and 'National Home-Grown School-Feeding Programme and Exposure visit on Knowledge sharing programme' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য কানাডা, কেনিয়া, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, ভুটান, মালদ্বীপ ও ভারত-এ প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশিক্ষণ খাতের বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দশম গ্রেডভুক্ত ৪৩ জন কর্মকর্তাকে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, খাদিমনগর, সিলেট প্রেরণ করা হয়। এগার থেকে বিশ গ্রেডভুক্ত ৮২ জন কর্মচারীকে সঞ্জীবনী প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য বিয়াম ফাউন্ডেশন আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কক্সবাজার প্রেরণ করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রশিক্ষণ খাতের বরাদ্দ হতে নির্বাহ করা হয়।

(২) ২৮ মে ও ২৩ জুন ২০১৯ মেয়াদে এ বিভাগের ১০-২০তম গ্রেডভুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়ে তথ্য অধিকার সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়।

(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ২০১৭-১৮ অর্থবছরের কার্যাবলি সম্পর্কিত বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন, মুদ্রণ ও প্রকাশ করা হয়।

(৪) ২১ মে ২০১৯ তারিখে জানুয়ারি ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ মাস পর্যন্ত সময়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা-বৈঠকের কার্যবিবরণী, বিজ্ঞপ্তি এবং সারসংক্ষেপসমূহে পৃষ্ঠা নম্বর প্রদান এবং সূচিপত্র তৈরি করে মোট ৪৭ খন্ড রেকর্ড বই আকারে বাঁধাই করা হয়।

(৫) ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ০১ জন কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। এছাড়া, ৬০ জন কর্মচারী নতুন নিয়োগ করা হয়।

পরিশিষ্ট-০১

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে কর্মরত কর্মকর্তাগণের তালিকা

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১.	জনাব মোহাম্মদ শফিউল আলম পরিচিতি নম্বর-১০৯৮	মন্ত্রিপরিষদ সচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
২.	জনাব এন. এম. জিয়াউল আলম পরিচিতি নম্বর-৩৩৯৪	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)	০১-০৭-২০১৮ থেকে ১০-০২-২০১৯ পর্যন্ত
৩.	ড. মোঃ শামসুল আরেফিন পরিচিতি নম্বর-৩৬৬১	সিনিয়র সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)	০৪-০৪-২০১৯ থেকে ২৯-০৬-২০১৯পর্যন্ত
	ড. মোঃ শামসুল আরেফিন পরিচিতি নম্বর-৩৬৬১	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)	১০-০২-২০১৯ থেকে ০৩-০৪-২০১৯ পর্যন্ত
৪.	শেখ মুজিবুর রহমান এনডিসি পরিচিতি নম্বর-৪৯৫৪	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার)	৩০-০৬-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৫.	জনাব মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত পরিচিতি নম্বর-৩৬৬৩	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ০৪-০৭-২০১৮ পর্যন্ত
৬.	জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৪৫৯৯	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৭.	জনাব মোঃ সোলতান আহ্‌মদ পরিচিতি নম্বর-৪৫০৭	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৮.	জনাব এ কে মহিউদ্দিন আহমদ পরিচিতি নম্বর-৪৫১৩	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৯.	মোসাম্মৎ নাসিমা বেগম পরিচিতি নম্বর-৪০৭৪	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
১০.	জনাব ফারুক আহমেদ পরিচিতি নম্বর-৫২৮৯	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ০৭-০৫-২০১৯ পর্যন্ত
১১.	জনাব মোঃ রেজাউল আহসান পরিচিতি নম্বর-৫২৪১	অতিরিক্ত সচিব	০৯-০৯-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
১২.	মিজ্‌ সাহান আরা বানু, এনডিসি পরিচিতি নম্বর-৪১৩৪	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
১৩.	জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী, পরিচিতি নম্বর-৫৪৬৪	অতিরিক্ত সচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৮-২০১৮ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
১৪.	জনাব আঃ গাফ্‌ফার খান পরিচিতি নম্বর-৫৫৬৭	অতিরিক্ত সচিব	৩০-০৫-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
১৫.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৫৫৪৪	অতিরিক্ত সচিব	২৯-০৮-২০১৮ থেকে ২৩-০৪-২০১৯ পর্যন্ত
	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৫৫৪৪	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ২৮-০৮-২০১৮ পর্যন্ত
১৬.	জনাব মোঃ আব্দুল বারিক পরিচিতি নম্বর-৫৬১৭	অতিরিক্ত সচিব	২৯-০৮-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
	জনাব মোঃ আব্দুল বারিক পরিচিতি নম্বর-৫৬১৭	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ২৮-০৮-২০১৮ পর্যন্ত
১৭.	ড. শাহনাজ আরেফিন এনডিসি পরিচিতি নম্বর-৫৫৩৯	যুগ্মসচিব	২৪-০৪-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
১৮.	ড. আবু সালেহ্ মোস্তফা কামাল পরিচিতি নম্বর-৫৬৫১	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
১৯.	ড. মোঃ আব্দুল মান্নান পরিচিতি নম্বর-৫৬৮৭	যুগ্মসচিব	২২-০১-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
২০.	জনাব মোঃ আশরাফ হোসেন পরিচিতি নম্বর-৫৭০৫	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
২১.	জনাব মোঃ সামসুল আরেফিন পরিচিতি নম্বর-৫৭৭৩	যুগ্মসচিব	১১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
২২.	ড. মোঃ মুশফিকুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৫৯৯৩	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
২৩.	জনাব মোঃ রাহাত আনোয়ার পরিচিতি নম্বর-৬০২২	যুগ্মসচিব	০৯-০৫-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
২৪.	জনাব মোঃ খলিলুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৬০৪৫	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
২৫.	জনাব মোঃ সাজেদুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর -৬০৯২	যুগ্মসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
২৬.	সৈয়দ নাসির এরশাদ পরিচিতি নম্বর-৬২৫৩	যুগ্মসচিব (সংযুক্ত)	০৪-০৪-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
২৭.	জনাব মোঃ সাবিরুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-৬৩৬৩	যুগ্মসচিব	২৪-০৯-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
২৮.	জনাব শফিউল আজিম পরিচিতি নম্বর-৬৩৬৫	যুগ্মসচিব	০৭-১০-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
২৯.	জনাব মোঃ নাজমুল হুদা সিদ্দিকী পরিচিতি নম্বর-৬৪১৩	যুগ্মসচিব	১৬-০৬-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
	জনাব মোঃ নাজমুল হুদা সিদ্দিকী পরিচিতি নম্বর-৬৪১৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ১৫-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৩০.	জনাব অজয় কুমার চক্রবর্ত্তী পরিচিতি নম্বর ৭৬২৫	যুগ্মসচিব (সংযুক্ত)	১৬-০৬-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
	জনাব অজয় কুমার চক্রবর্ত্তী পরিচিতি নম্বর ৭৬২৫	উপসচিব (সংযুক্ত)	২৮-০৫-২০১৯ থেকে ১৫-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৩১.	জনাব মোঃ মামুনুর রশীদ ভূঞা পরিচিতি নম্বর-৬৪৯২	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৩২.	বেগম আয়েশা আক্তার পরিচিতি নম্বর-৬৫৭০	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৩৩.	জনাব মোঃ সাইদুর রহমান পরিচিতি নম্বর-৬৬৩২	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৩৪.	মিজ্ মনিরা বেগম পরিচিতি নম্বর-৬৬৩৪	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৩৫.	জনাব মোঃ আবদুল্লাহ হারুন পরিচিতি নম্বর-৬৬৯৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৩৬.	জনাব আলতাফ হোসেন সেখ পরিচিতি নম্বর-৬৭১৫	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ১৬-০৮-২০১৮পর্যন্ত
৩৭.	জনাব মোঃ ছাইফুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-৬৭৮৯	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৩৮.	জনাব মোঃ রেজাউল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-৬৭৯২	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৩৯.	জনাব মোঃ শাফায়াত মাহবুব চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-৬৮৪৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
৪০.	জনাব রিয়াসাত আল ওয়াসিফ পরিচিতি নম্বর-১৫০৪০	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৪১.	জনাব মোহাম্মদ আব্দুল ওয়াদুদ চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-১৫০৪৭	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৪২.	জনাব মোঃ মেহেদী হাসান পরিচিতি নম্বর-১৫০৫২	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ০২-১০-২০১৮ পর্যন্ত
৪৩.	জনাব মোঃ আশফাকুল আমিন মুকুট পরিচিতি নম্বর-১৫০৭৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৪৪.	মিজ্ বেবী পারভীন পরিচিতি নম্বর-১৫১২৭	উপসচিব	১৮-০৯-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৪৫.	ড. ফারুক আহাম্মদ পরিচিতি নম্বর-১৫০৯২	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ২০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৪৬.	জনাব মোঃ কামরুল হাসান পরিচিতি নম্বর-১৫১১১	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ১০-০১-২০১৯ পর্যন্ত
৪৭.	ড. আশরাফুল আলম পরিচিতি নম্বর-১৫২০৪	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৪৮.	জনাব মোঃ শহিদুল ইসলাম চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-১৫২০৮	উপসচিব	১৭-০২-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৪৯.	ড. মোহাম্মদ আজিজুল হক পরিচিতি নম্বর-১৫২২১	উপসচিব	১৪-০৮-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৫০.	মোছাঃ মোর্শেদা ফেরদৌস পরিচিতি নম্বর-১৫২৬৭	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৫১.	জনাব মোঃ সাজ্জাদুল হাসান পরিচিতি নম্বর-১৫৩২৩	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৫২.	জনাব মোঃ মনিরুল ইসলাম পাটওয়ারী পরিচিতি নম্বর-১৫৩৩০	উপসচিব	০৪-১০-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৫৩.	জনাব রুবাইয়াৎ-ই-আশিক পরিচিতি নম্বর-১৫৩৬৬	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ১৭-০১-২০১৯ পর্যন্ত
৫৪.	জনাব এইচ, এম, নূরুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৫৩৬৮	মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব)	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
৫৫.	জনাব মোঃ মখলেছুর রহমান পরিচিতি নং ১৫৩৮২	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৫৬.	জনাব মোহাম্মদ কায়কোবাদ খন্দকার পরিচিতি নম্বর-১৫৪১৬	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৫৭.	জনাব মোহাম্মদ মিজানুর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৪২৫	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৫৮.	জনাব মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন পরিচিতি নম্বর-১৫৪৮৪	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৫৯.	জনাব মুহাম্মদ লুৎফর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৪৮৭	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৬০.	জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৫৫০৬	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৬১.	জনাব মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান পরিচিতি নম্বর-১৫৫২৬	উপসচিব	১৬-০৬-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৬২.	জনাব দেবপ্রসাদ পাল পরিচিতি নম্বর-১৫৫৩৬	উপসচিব (সংযুক্ত)	১৮-০৩-২০১৯ থেকে ১৯-০৫-২০১৯ পর্যন্ত
৬৩.	খন্দকার সাদিয়া আরাফিন পরিচিতি নম্বর-১৫৫৫৭	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৬৪.	জনাব মোঃ শাহগীর আলম পরিচিতি নম্বর-১৫৫৬৫	উপসচিব	২০-০২-২০১৮ থেকে ০১-১০-২০১৯ পর্যন্ত
৬৫.	মোহাম্মদ জাহেদুর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৫৭৪	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৬৬.	খন্দকার ইসতিয়াক আহমেদ পরিচিতি নম্বর-১৫৫৮১	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৬৭.	জনাব মুহাম্মদ আসাদুল হক পরিচিতি নম্বর-১৫৬৬৪	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৬৮.	মিজ্ মাহ্ফুজা বেগম পরিচিতি নম্বর-১৫৬৯৮	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ১৬-০৮-২০১৮ পর্যন্ত
৬৯.	চৌধুরী মোয়াজ্জম আহমদ পরিচিতি নম্বর-১৫৭৩৮	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
৭০.	খন্দকার মনোয়ার মোর্শেদ পরিচিতি নম্বর-১৫৭৬১	সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এর একান্ত সচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ১১-০২-২০১৯ পর্যন্ত
৭১.	জনাব মোহাম্মদ শহিদুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৫৭৬৪	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৭২.	জনাব পঙ্কজ ঘোষ পরিচিতি নম্বর-১৫৯১০	উপসচিব (সংযুক্ত)	২০-০৫-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৭৩.	জনাব মোঃ মিজানুর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৫৯৬৪	উপসচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৭৪.	মোছাঃ শিরিন সবনম পরিচিতি নম্বর-১৫৯৯০	উপসচিব	২৪-১০-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
	মোছাঃ শিরিন সবনম পরিচিতি নম্বর-১৫৯৯০	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ২৩-১০-২০১৮ পর্যন্ত
৭৫.	ড. উর্মি বিনতে সালাম পরিচিতি নম্বর-১৫৯৬৪	উপসচিব	২৪-১০-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
	ড. উর্মি বিনতে সালাম পরিচিতি নম্বর-১৫৯৬৪	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ২৩-১০-২০১৮ পর্যন্ত
৭৬.	জনাব মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন আহাম্মেদ পরিচিতি নম্বর-১৬০৫২	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৭৭.	জনাব তৌহিদ ইলাহী পরিচিতি নম্বর-১৬০৭৩	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৭৮.	জনাব মুহাম্মদ মুতাসিমুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৬০৭৪	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৭৯.	জনাব মোঃ কায়ছারুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৬০৮০	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ০১-১১-২০১৮ পর্যন্ত
৮০.	জনাব মোহাম্মদ রাশেদ হোসেন চৌধুরী পরিচিতি নম্বর-১৬১৮২	সিনিয়র সহকারী সচিব	২০-০৯-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৮১.	জনাব মোঃ জিল্লুর রহমান পরিচিতি নম্বর-১৬২২৯	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৬-০১-২০১৯ থেকে ২০-০২-২০১৯ পর্যন্ত
৮২.	বেগম রওশন আরা লাবনী পরিচিতি নম্বর-১৬২৬২	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত

ক্রমিক	কর্মকর্তার নাম ও পরিচিতি নম্বর	পদবি	কার্যকাল
৮৩.	গাজী তারিক সালমান পরিচিতি নম্বর-১৬৪৬২	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৮৪.	জনাব আর.এইচ. এম. আলাওল কবির পরিচিতি নম্বর-১৬৫৫৯	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৮৫.	জনাব মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম পরিচিতি নম্বর-১৬৮২৮	সিনিয়র সহকারী সচিব	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৮৬.	শাহ নুসরাত জাহান পরিচিতি নম্বর-১৬৯১৯	উপপরিচালক (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০১-১০-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৮৭.	জনাব শাহরিয়ার জামিল পরিচিতি নম্বর-১৬৯৩২	সিনিয়র সহকারী সচিব	১৩-০২-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৮৮.	মিজ্ মুন্না রাণী বিশ্বাস পরিচিতি নম্বর-০৬০৯	সিনিয়র সহকারী প্রধান	১১-০৩-২০১৯ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
	মিজ্ মুন্না রাণী বিশ্বাস পরিচিতি নম্বর-০৬০৯	সহকারী প্রধান	০১-০৭-২০১৮ থেকে ১০-০৩-২০১৯ পর্যন্ত
৮৯.	জনাব মোহাম্মদ ওয়াহিদুজ্জামান খাঁন	সিস্টেম এনালিস্ট	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৯০.	জনাব মোঃ শাহীন মিয়া	মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৯১.	জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন	প্রোগ্রামার	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৯২.	জনাব মনজুর আহমেদ পরিচিতি নম্বর-১১২৭৫	সিনিয়র সহকারী সচিব	৩১-১২-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
	জনাব মনজুর আহমেদ পরিচিতি নম্বর-১১২৭৫	সহকারী সচিব	২২-০৯-২০১৪ থেকে ৩০-১২-২০১৮ পর্যন্ত
৯৩.	জনাব রফিকুল ইসলাম	হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১-০৭-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত
৯৪.	জনাব এস, এম জাহাঙ্গীর মোর্শেদ পরিচিতি নম্বর-১১৫০১	সহকারী সচিব	২০-০৯-২০১৮ থেকে ৩০-০৬-২০১৯ পর্যন্ত

পরিশিষ্ট-০২

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (KPI)

ক্রমিক নম্বর	নির্দেশক	লক্ষ্যমাত্রা (সংখ্যা/শতকরা) ২০১৮-১৯	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের অগ্রগতি		মন্তব্য
			জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯ পর্যন্ত		জুলাই-২০১৭ থেকে জুন ২০১৮ পর্যন্ত
			সংখ্যা	শতকরা	
১	মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	গৃহীত-২৭৪ বাস্তবায়িত-২৩৪	৮৫%	৭৭%
২	মন্ত্রিসভা কর্তৃক গৃহীত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	১০০%	গৃহীত-৬৪ বাস্তবায়িত-৬৪	১০০%	১০০%
৩	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তাগণের মাঠ পর্যায়ের অফিস পরিদর্শন প্রমাপ বাস্তবায়ন	(৩৬) ১০০% (প্রতি মাসে ৩টি)	৩৬	১০০%	১৪৪%
৪	জেলা প্রশাসক সম্মেলনে গৃহীত স্বল্পমেয়াদি সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন	(৮৬) ১০০%	৭৫	৮৭%	৯৭%
৫	জেলা প্রশাসকগণের বার্ষিক পরিদর্শন প্রমাপ অর্জন	(৯,২১৬) ১০০% (প্রতি মাসে ৭৬৮টি)	১১,২৫২	১২২%	১১২%
৬	মোবাইল কোর্ট পরিচালনার বার্ষিক প্রমাপ বাস্তবায়ন	৩৬,০৬০ ১০০% (প্রতিমাসে ৩,০০৫টি)	৪৭,১২৪	১৩০%	৯৭%
৭	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের হার (মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের অর্জিত নম্বরের গড়)	৮৯ (%)	-	-	-

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাধীন প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কিত তথ্য

২০১৮-১৯ অর্থবছরে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে উন্নয়ন বাজেটের অধীনে এডিপি বহির্ভূত একটি কর্মসূচি এবং এডিপিভুক্ত ছয়টি প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। উন্নয়ন বাজেটের অধীনে কর্মসূচিটি হলো: ১. Capacity Development of the Field Administration; এবং উন্নয়ন বাজেটের অধীনে এডিপিভুক্ত প্রকল্প ছয়টি হলো ১. Social Security Policy Support (SSPS) Program; ২. Capacity Development of the Cabinet Division and Field Administration; ৩. Platforms for Dialogue-Strengthening Inclusion and Participation in Decision Making and Accountability Mechanisms in Bangladesh; ৪. Technical Support for CRVS System Improvement in Bangladesh 2nd-Phase; ৫. Support to the Central Management Committee's (CMC) policy Guidance on Child Component of the NSSS; এবং ৬. Technical Assistance for promoting Nutrition Sensitive Social Security Programmes (PNSSSP).

প্রকল্পগুলির মূল উদ্দেশ্য, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ, ব্যয় এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্ষেপে নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

(ক) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: Capacity Development of Field Administration.

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বাস্তবায়নাধীন Capacity Development of Field Administration শীর্ষক কর্মসূচির প্রধান উদ্দেশ্যে হচ্ছে মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি যাতে সরকারি কাজের মান এবং গতি বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থ সাশ্রয়, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি পায়।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

২.১. সরকার ঘোষিত 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' কর্মসূচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে মাঠপ্রশাসন কর্মকর্তাদের আইসিটি ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ই-সেবার মানোন্নয়ন এবং মন্ত্রণালয়/বিভাগ ও মাঠপ্রশাসনের সঙ্গে দ্রুত ও কার্যকর সমন্বয় সাধন।

২.২. জনপ্রশাসন সংস্কার এবং সুশাসন বিষয়ে মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি।

২.৩. মাঠপ্রশাসন কর্মকর্তাদের স্ব-স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে কাজের গুণগত ও পরিমাণগত সক্ষমতার উন্নতি।

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৫ হতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত (৫৪ মাস)।

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

৪.১. Training

৪.২. Seminar/Workshop

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: ৬২৭.৬৯ লক্ষ টাকা।

৫.১. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৯৩.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৯৩.০০	৯৩.০০	-	৮১.৩৮	৮১.৩৮	-

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

সম্পদ সংগ্রহ:

ক. ল্যাপটপ	০২টি
খ. ডেস্কটপ (ফুলসেট)	০১টি
গ. লেজার প্রিন্টার	০১টি
ঘ. স্ক্যানার	০১টি
ঙ. অফিস সরঞ্জামাদি	১০টি
চ. হার্ড ড্রাইভ	০৪টি
ছ. ফ্যাক্স মেশিন	০১টি
জ. ফটোকপি মেশিন	০১টি

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: সম্পূর্ণ বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত। এ কর্মসূচিতে বৈদেশিক কোন অর্থায়ন নেই।

৮.০. প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: কর্মসূচির ভৌত অগ্রগতি শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ৮৫ শতাংশ।

(ক) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: Social Security Policy Support (SSPS) Programme

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় নীতি সহায়তা (policy support) প্রদানের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের উদ্যোগে Social Security Policy Support (SSPS) Programme শীর্ষক প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের নেতৃত্বে পরিচালিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (Central Management Committee-CMC)-তে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানপূর্বক সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমসমূহের দক্ষ ও কার্যকর বাস্তবায়নের সহায়তা করা এ প্রকল্পের অন্যতম কাজ। ইউএনডিপি এবং ডিএফআইডির কারিগরি সহযোগিতায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও পরিকল্পনা কমিশনের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ যৌথভাবে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এ লক্ষ্যে দক্ষ জনসম্পদ তৈরির জন্য দেশে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম গৃহীত হচ্ছে। এ উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ লোকপ্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও এনআইএলজি এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা হবে। বিভিন্ন দেশের সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উত্তম চর্চা সংক্রান্ত অভিজ্ঞতা বিনিময়, শিক্ষা সফর ইত্যাদি এ প্রকল্পের কার্যক্রমের অন্তভুর্ক্ত।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

২.১. বাংলাদেশে একটি আধুনিক অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive) সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার কাঠামো তৈরি;

২.২. সামাজিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত সেবা প্রদান পদ্ধতিতে সুশাসন দৃঢ়করণ।

২.৩. জীবন-চক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কাঠামো অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা প্রকল্পসমূহের পুনর্বিন্যাস, একক রেজিস্ট্রিভিত্তিক এমআইএস প্রণয়ন, অভিযোগ নিরসন ব্যবস্থা কার্যকরকরণ, ই-পেমেন্ট পদ্ধতি সম্প্রসারণ এবং ফলাফলভিত্তিক আধুনিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য এ প্রকল্প কাজ করছে।

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: জুন ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৯

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

৪.১. Hardware and Software Development

৪.২. Training

৪.৩. Seminar/Workshop

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: ৪,৫৩৪.৯২ লক্ষ টাকা

৫.১. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ১,১৮৯.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১,১৮৯.০০	১০.০০	১,১৭৯.০০	১,১০৫.৩৭	৫.৬০	১,০৯৯.৭৭

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

সম্পদ সংগ্রহ:

ক. ল্যাপটপ
খ. ডেস্কটপ (ফুলসেট)
গ. লেজার প্রিন্টার
ঘ. স্ক্যানার
ঙ. অফিসপত্র

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: ইউএনডিপি এবং ডিএফআইডির কারিগরি সহযোগিতায় পরিচালিত।

৮.০. প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: কর্মসূচির ভৌত অগ্রগতি শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ৮৯ শতাংশ।

(খ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: Capacity Development of the Cabinet Division and Field Administration

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়ন এবং অধিকতর স্বচ্ছতার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সরকারি কার্যক্রম তথা আন্তঃমন্ত্রণালয় এবং মাঠপ্রশাসনের কার্যক্রম সম্পন্ন করতে পারেন সেজন্য সর্ম্পূণ জিওবি অর্থায়নে (প্রকল্প ব্যয় ১১৮৯.০০ লক্ষ টাকা এবং মেয়াদ জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত) 'Capacity Development of the Cabinet Division and Field Administration' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়।

২.০. প্রকল্পের উদ্দেশ্য:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ এবং মাঠপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন সরকারি ইস্যু তথা-দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা, মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা, সুশাসন, সিভিল সার্ভিস সংস্কার, পরিবেশগত পরিবর্তন, পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ ইত্যাদি এবং সমসাময়িক বিষয়সমূহের প্রতি গভীর জ্ঞান লাভ, দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির নিমিত্ত বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/ভিজিট/সংযুক্তি সংক্রান্ত কাজ সঠিকভাবে সম্পাদনই এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

৩.০. প্রকল্পের/কর্মসূচির মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৮ হতে জুন ২০২১ (৪২ মাস)।

৪.০. **কম্পোনেন্টসমূহ:**

রাজস্ব:

৪.১. সংক্ষিপ্ত কোর্স

৪.২. ভ্রমণ ব্যয়

৪.৩. সংযুক্তি প্রশিক্ষণ

৫.০. প্রকল্পের মোট বরাদ্দ: প্রকল্পের মোট বরাদ্দ ৩,৪৯৯.৫৫ লক্ষ টাকা।

৫.১. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বরাদ্দ ছিল ১,১৭৩.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
১,১৭৩.০০	১,১৭৩.০০	-	১,১৫৩.৬৯	১,১৫৩.৬৯	-

৬.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: জিওবি অর্থায়নে পরিচালিত।

সম্পদ সংগ্রহ:

কম্পিউটার-২টি
ল্যাপটপ-২টি
ফটোকপি মেশিন-১টি
ফ্যাক্স মেশিন-১টি
স্ক্যানার-১টি

৭.০. প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৩৯ শতাংশ এবং প্রকল্পের ভৌত কার্যক্রম নেই।

(গ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: Platforms for Dialogue - 'Strengthening Inclusion and Participation in Decision Making and Accountability Mechanisms in Bangladesh'

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় Platforms for Dialogue - 'Strengthening Inclusion and Participation in Decision Making and Accountability Mechanisms in Bangladesh' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্যে হচ্ছে - বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক অধিকারকে শক্তিশালী এবং জবাবদিহিমূলক কার্যক্রমকে উন্নত করা। প্রকল্পের উদ্দেশ্য নিম্নোক্ত Result Area-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে:

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

প্রকল্পের উদ্দেশ্য এবং Result Area:

২.১. 0verall objective: To strengthen democratic ownership and improve accountability mechanisms in Bangladesh.

২.২. Specific objective: To promote a more enabling environment for the effective engagement and participation of the citizens and civil society in decision making and oversight.

২.৩. Result Area 1: CSO's ability to influence government policy and practice raised through better accountability to and more effective representation of citizens' interests.

২.৪. Result Area 2: Accountability and responsiveness of government officials raised through enhanced capacity building of decision makers and engagement with CSO's.

২.৫. Result Area 3: New tools and policy platforms for more effective dialogue between citizens and government are developed and utilized**.**

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: ০১ জুলাই ২০১৭ হতে ৩০ জুন ২০২০।

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

৪.১. Research/Study

৪.২. Training

৪.৩. Seminar/Workshop

৪.৪. National experts

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: ১১,৪৭৩.৯৯ লক্ষ টাকা;

৫.১. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৩,৯৪৫.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৩,৯৪৫.০০	১৪.০০	৩,৯৩১.০০	১,৯৮০.১৩	০৭.০০	১,৯৭৩.১৩

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

সম্পদ সংগ্রহ:

ক. অফিসের আসবাবপত্র

খ. কম্পিউটার সরঞ্জাম

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: ইউরোপীয় ইউনিয়নের কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত।

৮.০. প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: কর্মসূচির ভৌত অগ্রগতি শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ২৭ শতাংশ।

(ঘ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: 'Technical Support Project for CRVS System Improvement in Bangladesh-2nd Phase'

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

নিউইয়র্কভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Vital Strategies-এর আর্থিক সহায়তায় 'Technical Support Project for CRVS System Improvement in Bangladesh-2nd Phase' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

বাংলাদেশে CRVS ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ মডেলকে Scaling Up করা এবং যথাসময়ে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম ও মৃত্যুর কারণ নির্ধারণ রেকর্ড করা। এছাড়া সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে:

ক) বাংলাদেশের সাতটি বিভাগের সাতটি উপজেলায় এবং গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন ও গাজীপুর জেলার সমস্ত উপজেলায় জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন কার্যক্রম সম্পন্নকরণ শক্তিশালী করা।

খ) চলমান কালীগঞ্জ উপজেলাসহ গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন, গাজীপুর জেলার সকল উপজেলায় এবং বাংলাদেশের সাতটি বিভাগের সাতটি উপজেলায় মৃত্যুর বাচনিক কারণ নির্ধারণ (Verbal Autopsy) প্রবর্তন।

গ) ঢাকা মেডিকেল কলেজ, গাজীপুর জেলার ৪টি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং চলমান স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ এবং মিটফোর্ট হাসপাতাল, শহিদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শহিদ তাজউদ্দীন আহমেদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং কালীগঞ্জ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গাজীপুরে আন্তর্জাতিক MCCoD (Medically Certified Cause of Death) ফরম প্রচলন করা।

ঘ) উপযুক্ত স্বাস্থ্য কর্মীদের Mortality of Listing (SMoL) for ICD-10 mortality Coding in DHIS-2 প্রশিক্ষণ প্রদান।

ঙ) Vital Statistics-এর জটিল বিষয়গুলোর ওপর দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০১৯।

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

৪.১. Conference/Workshops

৪.২. Training

৪.৩. Seminar/Workshop

৪.৪. Travel expenses

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: প্রকল্পের প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ৪৫৪.৪৯ লক্ষ টাকা।

৫.১. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৩৮৮.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৩৮৮.০০	৭০.০০	৩১৮.০০	৩৫০.০৯	৬৮.০২	২৮২.০৭

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

সম্পদ সংগ্রহ:

ক.কম্পিউটার সরঞ্জাম
খ. স্টেশনারিজ
গ. প্রশিক্ষণ উপকরণ
ঘ. ভাড়া/আউটসোর্সিং

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: নিউইয়র্কভিত্তিক প্রতিষ্ঠান Vital Strategies-এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত।

৮.০. প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: কর্মসূচির ভৌত অগ্রগতি শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ৯২ শতাংশ।

(ঙ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: 'Support to the central Management Committee's (CMC) Policy Guidance on Child Component of the NSSS'

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

ইউনিসেফ-এর আর্থিক সহায়তায় 'Support to the central Management Committee's (CMC) Policy Guidance on Child Component of the NSSS' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পে মন্ত্রিসভা কর্তৃক ২০১৫ সালে অনুমোদিত National Social Security Strategy (NSSS) of Bangladesh-এ জীবন-চক্রভিত্তিক সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে শিশুদের জন্য বিশেষায়িত ও পৃথক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া, শিশুর বিকাশ ও অধিকার নিশ্চিতকরণের জন্য বহুমূখী কার্যক্রম ও কর্মসূচির নির্দেশনা এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals)-এর সকল ক্ষেত্রেই শিশুর স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি এ প্রকল্পে গুরুত্ব পেয়েছে। এ প্রকল্পটির উদ্দেশ্য হচ্ছে: জ্ঞান ও সাক্ষ্য প্রমাণ দ্বারা সাম্য ও স্থিতিশীলতার আলোকে জাতীয় ও উপ-জাতীয় পর্যায়ে শিশুদের অধিকার উপলব্ধিকরণ এবং নীতির পরিবেশ সমৃদ্ধিকরণ।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

ক) 'Child-focused Social Protection Policy Unit (CSPPU)' প্রতিষ্ঠাকরণের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগে শিশু বিষয়ক বলিষ্ঠ ও উদ্ভাবনী নীতি, কৌশল এবং প্রকল্প পরিচালনার জন্য পরামর্শ সেবা প্রদান;

খ) মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহে এ সংক্রান্ত উত্তম চর্চার পরীক্ষামূলক কার্যক্রম আনুপাতিকভাবে বাড়ানো ও মূল্যায়ন করা; এবং

গ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমন্বয় করে জ্ঞানভিত্তিক শিশুকেন্দ্রিক নিরাপত্তা এবং এ সংশ্লিষ্ট নীতি প্রণয়ন করা;

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ।

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

৪.১. Consultancy
৪.২. Training
৪.৩. Seminar/Workshop
৪.৪. Project Governance Unit Establishment

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: প্রকল্পের প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ৮১২.৮০ লক্ষ টাকা।

৫.১. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৩০০.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৩০০.০০	৫৭.০০	২৪৩.০০	১৯৮.২২	৩৪.৭৫	১৬৩.৪৭

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

সম্পদ সংগ্রহ:

ক.কম্পিউটার এ্যাকসেসোরিজ
খ. লেজার প্রিন্টার
গ. স্ক্যানার
ঘ. এয়ার কন্ডিশনার
ঙ. গাড়ি ভাড়া

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: ইউনিসেফ-এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত।

৮.০. প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: কর্মসূচির ভৌত অগ্রগতি সম্পন্ন হয়নি এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ২৪ শতাংশ।

(চ) প্রকল্প/কর্মসূচির নাম: :'Technical Assistance for Promoting Nutrition Sensitive Social Security Programmes'

১.০. সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

World Food Programme (WFP)-এর আর্থিক সহায়তায় 'Technical Assistance for Promoting Nutrition Sensitive Social Security Programmes' শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। উক্ত কারিগরি সহায়তা প্রকল্পটির উদ্দেশ্যে হলো: সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক কেন্দ্রিয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (CMC)-কে আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয় কার্যক্রম শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে কারিগরি সহায়তা প্রদান করার ফলে খাদ্য নিরাপত্তা এবং পুষ্টির উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন হবে।

২.০. প্রকল্প/কর্মসূচির উদ্দেশ্য:

a. To contribute in effective and efficient systems for policy review, evidence generation and advice sectoral ministries/divsions for policy formulation/revision;

b. To improve effectiveness and efficiency of the social security programmes through establishing an inter-ministrial coordination; and

c. To promote common learning for relevant government and private sector stakeholders.

৩.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মেয়াদ: জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২১ পর্যন্ত।

৪.০. কম্পোনেন্টসমূহ:

৪.১. Consultancy
৪.২. Training
৪.৩. Seminar/Workshop
৪.৪.Project Implementation Unit (PIU) Establishment(Renovation)

৫.০. প্রকল্প/কর্মসূচির মোট বরাদ্দ: প্রকল্পের প্রস্তাবিত মোট ব্যয় ৭৩৪.২৫ লক্ষ টাকা;

৫.১. ২০১৮-১৯ অর্থবছরে মোট বরাদ্দ ৩৪৯.০০ লক্ষ টাকা।

৫.২. ২০১৮-১৯ অর্থবছরের বরাদ্দ ও ব্যয়:

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়		
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য
৩৪৯.০০	৮.০০	৩৪১.০০	১০২.৭৮	৭.৬৪	৯৫.১৪

৬.০. উপযুক্ত অবকাঠামো খাতসমূহ:

সম্পদ সংগ্রহ: প্রযোজ্য নয়।

৭.০. অর্থায়নের বৈশিষ্ট্য/উৎস: World Food Programme (WFP)-এর আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত।

৮.০. প্রকল্প/কর্মসূচির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও হালনাগাদ অবস্থা: কর্মসূচির ভৌত অগ্রগতি নেই এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রায় ১৪ শতাংশ।

বাঃসঃমুঃ-২০১৯/২০-৪১৬০ (কম/সি-২)—৩০০ বই, ২০২০।